Islami Ain O Bichar
Vol. 22, Issue: 85
January-March, 2026

ISSN:1813-0372, E-ISSN:2518-9530
submission: 2025-12-06
Published : 2026-05-10

DOI: 10.58666/iab.v22i85.289

An Analytical Praxis of Social Injunctions Derived from the Qur'an and Sunnah in the Preservation of Human Dignity

Jannatul Fardaos*
Istiaqul Alam Mamdood**

Abstract

Human dignity is an ontological and primordial right, conferred by Allah (SWT) upon all humanity, irrespective of religious affiliation, ethnicity, race, or socio-economic status. This treatise investigates the scriptural mandates within the Qur'an and Sunnah aimed at the fortification and exaltation of human sanctity. The research is predicated upon two central inquiries: first, the indispensability of social justice in the actualization of human dignity; and second, the feasibility of consolidating and institutionalizing human dignity through the operationalization of Islamic social paradigms.Adopting a qualitative research methodology, the study employs content analysis to interpret Quranic verses and Prophetic traditions (Ahadith) on social regulations, thereby elucidating their relevance to the defense of human honor. The article further posits the universal applicability of Islamic egalitarian principles in fostering dignity through social equity. Ultimately, it provides an applied analysis of how these Islamic social mandates can be synthesized within contemporary contexts to mitigate systemic challenges such as social disparity, the subversion of privacy, ethical erosion, and communal antagonism.

Keywords: Human Dignity, Human Rights, Social Justice in Islam, Islamic Social Norms, Applied Islamic Ethics.

মানব মর্যাদা সংরক্ষণে কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশিত সামাজিক বিধানসমূহের প্রায়োগিক বিশ্লেষণ

সারসংক্ষেপ

মানব মর্যাদা হল ধর্ম, বর্ণ, জাতি বা আর্থ-সামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে সকল মানুষের উপর আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত একটি মৌলিক এবং সহজাত অধিকার। মানব মর্যাদা রক্ষা ও সমুন্নত করার লক্ষ্যে কুরআন ও সুন্নাহ'র মধ্যে যে সকল নির্দেশনা রয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে সে বিষয়গুলো অনুসন্ধান করা হয়েছে । বক্ষ্যমাণ গবেষণা কর্মটি যে প্রশ্নের উপর ভিত্তি করে পরিচালনা করা হয়েছে তন্মধ্যে প্রথমত, মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সামাজিক ন্যায়বিচার গুরুত্বপূর্ণ কী না? দ্বিতীয়ত, ইসলামের সামাজিক বিধানসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানব মর্যাদা সুসংহতকরণ ও প্রতিষ্ঠা সম্ভব কী না? আর এক্ষেত্রে গুণগত গবেষণা প্রক্রিয়া (Qualitative Research Approach) অনুসরণ করা হয়েছে এবং বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের (Content Analysis) মাধ্যমে সামাজিক বিধি-বিধান সম্পর্কিত আল কুরআনের আয়াত ও হাদিসের শিক্ষাসমূহ উল্লেখপূর্বক মানব মর্যাদা সুরক্ষায় উক্ত বিধানসমূহের প্রাসঙ্গিকতা উপস্থাপন করা হয়েছে। সামাজিক ন্যায়বিচারের মাধ্যমে মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইসলাম প্রদত্ত নীতিমালার সার্বজনীন প্রাসঙ্গিকতার বিষয়টি বক্ষমাণ প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। পরিশেষে সামাজিক বৈষম্য, গোপনীয়তার লঙ্ঘন, নৈতিক অবক্ষয় এবং সামাজিক দ্বন্দ্বের মতো সমস্যাগুলি মোকাবেলা করার জন্য ইসলাম প্রদত্ত সামাজিক বিধানসমূহ কীভাবে সমসাময়িক সামাজিক প্রেক্ষাপটে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে তার প্রয়োগিক বিশ্লেষণ আলোচ্য প্রবন্ধটিতে প্রদান করা হয়েছে।

মূলশব্দ: মানব মর্যাদা, মানবাধিকার, ইসলামে সামাজিক ন্যায়বিচার, ইসলামের সামাজিক রীতি-নীতি, প্রয়োগমূলক ইসলামী নৈতিকতা।

* Jannatul Fardaos is an Adjunct Faculty, International Islamic University Chittagong. E-mail: jannatulfardaos.du.ac@gmail.com
** Dr. Istiaqul Alam Mamdood is an Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Pundra University of Science & Technology. E-mail: istiaqulalam87@gmail.com

ভূমিকা

মানব সভ্যতার ইতিহাসে মানব মর্যাদা একটি মৌলিক ও সর্বজনীন ধারণা হিসেবে বিবেচিত। মানব মর্যাদা লঙ্ঘিত হলে সমাজে বৈষম্য, অবিচার, সহিংসতা ও নৈতিক অবক্ষয়ের মতো সংকট সৃষ্টি হয়, যা ব্যক্তি ও সমাজ-উভয়ের জন্যই গভীর ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণে মানব মর্যাদার সুরক্ষা শুধু নৈতিক বিষয় নয়, বরং একটি সামাজিক ও মানবিক প্রয়োজন। সেজন্য মানুষের মর্যাদা সুসংহতকরণের লক্ষ্যে ইসলাম প্রদান করেছে হাক্কুল ইবাদ এবং প্রণয়ন করেছে সামাজিক বিধান। সূরা আন নূর ও আল হুজরাতে এই বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। আধুনিক বিশ্বে মানবাধিকার, সামাজিক ন্যায়বিচার, সমতা ও ব্যক্তিস্বাধীনতার আলোচনায় মানব মর্যাদা একটি কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেও বাস্তব সমাজে এই মর্যাদা নানা মাত্রায় লঙ্ঘিত হচ্ছে। ইসলাম জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ বা সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে মানব মর্যাদাকে আল্লাহপ্রদত্ত এক স্বতঃসিদ্ধ অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ইসলামের দৃষ্টিতে মানব মর্যাদা কেবল একটি নৈতিক আদর্শ নয়; বরং এটি সামাজিক সম্পর্ক, ন্যায়বিচার, আচরণবিধি ও আইনগত কাঠামোর সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত।

ইসলাম-পূর্ব সমাজব্যবস্থায় মানব মর্যাদা প্রায়শই বংশ, সম্পদ, ক্ষমতা ও সামাজিক অবস্থানের উপর নির্ভরশীল ছিল। দুর্বল, দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সামাজিকভাবে অবহেলিত ও বঞ্চিত ছিল। ইসলামের আবির্ভাব এই বৈষম্যমূলক কাঠামোকে ভেঙে দিয়ে মানুষের মর্যাদাকে ঈমান, নৈতিকতা ও তাকওয়ার ভিত্তিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। কুরআন মানবজাতিকে সম্মানিত সৃষ্টি হিসেবে ঘোষণা করে এবং পারস্পরিক

দায়িত্ববোধ ও সামাজিক ন্যায়বিচারের মাধ্যমে সেই মর্যাদা সংরক্ষণের নির্দেশ দেয়। ফলশ্রুতিতে, মক্কার সাধারণ ও নির্যাতিত মানুষের নিকট ইসলাম জনপ্রিয় এবং মুক্তির পয়গাম হিসেবে আর্বিভূত হয়। মদিনা নগরীকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ইসলামী রাষ্ট্র ত্রয়োদশ শতকের মধ্যেই জাযিরাতুল আরব থেকে পূর্বে ভারতীয় উপমহাদেশ, পশ্চিমে সাব-সাহারান আফ্রিকা থেকে জিব্রালটার প্রণালী, দক্ষিণে ভারত উপমহাসাগর, উত্তরে আনাতোলিয়া থেকে ককেশাস পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল ইসলামী সাম্রাজ্য।

তবে সমসাময়িক সমাজে, বিশেষত আধুনিক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রেক্ষাপটে, মানব মর্যাদা রক্ষার ক্ষেত্রে নানাবিধ চ্যালেঞ্জ পরিলক্ষিত হয়। সামাজিক বৈষম্য, গোপনীয়তা লঙ্ঘন, নৈতিক অবক্ষয়, সহিংসতা ও সামাজিক বিভাজন মানব মর্যাদাকে ক্রমাগতভাবে হুমকির মুখে ফেলছে। ফলশ্রুতিতে, কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক সামাজিক বিধানসমূহ কীভাবে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা যায়-সে প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে।

এই প্রেক্ষাপটে বর্তমান গবেষণাটি কুরআন ও সুন্নাহ নির্দেশিত সামাজিক বিধানসমূহের মাধ্যমে মানব মর্যাদা সংরক্ষণের বিষয়টি বিশ্লেষণ করার পাশাপাশি এর প্রয়োগধর্মী দিক উন্মোচনের প্রয়াস গ্রহণ করেছে। মূলত গবেষণাটিতে কুরআন ও সুন্নাহর পাঠ বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে যে কীভাবে ইসলামী সামাজিক নীতিমালা আধুনিক সমাজে মানব মর্যাদা রক্ষা, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। উক্ত গবেষণা মানব মর্যাদা সংরক্ষণে ইসলামের সামাজিক বিধানসমূহের সার্বজনীন প্রাসঙ্গিকতা অনুধাবনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

- কুরআন ও সুন্নাহে বর্ণিত মানব মর্যাদার মূল ধারণাটি অন্বেষণ করা।
- কুরআন ও সুন্নাহ'য় বর্ণিত সামাজিক বিধানসমূহ, যা মানব মর্যাদা সংরক্ষণ এবং সুরক্ষার লক্ষ্যে কাজ করে সেগুলোকে সনাক্ত এবং বিশ্লেষণ করা।
- পরিবার, সম্প্রদায় এবং সামাজিক কাঠামোর মধ্যে মানব মর্যাদা বৃদ্ধিতে ইসলাম প্রদত্ত সামাজিক নীতির ভূমিকা অন্বেষণ করা।
- মানব মর্যাদার সুরক্ষা বৃদ্ধির জন্য আধুনিক সামাজিক-আইনি কাঠামোতে কুরআন এবং সুন্নাহর নীতিগুলিকে একীভূত করার জন্য সুপারিশ প্রদান করা।

প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা

মানব মর্যাদা বিষয়টি ধর্মীয়, দার্শনিক ও মানবাধিকারমূলক আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে। এ বিষয়ে পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক গবেষণা বিদ্যমান থাকলেও সেগুলোর অধিকাংশই তাত্ত্বিক বা বর্ণনামূলক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ। ইমাম আল-গাজ্জালি তাঁর Iḥyāʾ ʿUlūm al-Dīn গ্রন্থে মানব মর্যাদাকে নৈতিক পরিশুদ্ধতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন। তবে তাঁর আলোচনা মূলত নৈতিক

ও আত্মিক উন্নয়নকেন্দ্রিক, সামাজিক বাস্তব প্রয়োগের দিকটি সেখানে বিশদভাবে আলোচিত হয়নি।[১] ইবন আশুর তাঁর Maqāṣid al-Sharīʿah al-Islāmiyyah গ্রন্থে মানব মর্যাদাকে শরিয়াহর মৌলিক উদ্দেশ্যসমূহের (maqāṣid) অন্যতম হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যদিও এই গ্রন্থে মানব মর্যাদার একটি শক্তিশালী তাত্ত্বিক কাঠামো উপস্থাপিত হয়েছে, তবে আধুনিক সামাজিক সমস্যার প্রেক্ষাপটে এসব নীতির প্রয়োগ তুলনামূলকভাবে সীমিত।[২] সমসাময়িক গবেষণার মধ্যে কুরআনের আয়াত ও হাদিসের গভীর বিশ্লেষণ সহ মানব মর্যাদার ইসলামী ধারণা অন্বেষণকারী একটি বহুল প্রচলিত এবং সর্বাধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থটি হলো মোহাম্মদ হাশিম কামালির গ্রন্থ "The dignity of Man: An Islamic Perspective" যার মধ্যে ইসলামী আইনি ও নীতিগত দৃষ্টিকোণ থেকে মানব মর্যাদা, মানব অধিকার, সমতা, ন্যায়বিচার নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।[৩] "ইসলাম এবং মানবাধিকারের চ্যালেঞ্জ" বইয়ে আব্দুল আজিজ সাচেদিনা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কাঠামো এবং মুসলিম বিশ্বের সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক সংবেদনশীলতার বিষয়গুলো আলোকপাত করেছেন।[৪] এছাড়াও ইসলামে মানবাধিকার এর উপর লিখিত যে সকল গ্রন্থ রয়েছে এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহ হলো- "ইসলামে মানবাধিকার সমগ্র",[৫] "ইসলামে মানবাধিকার",[৬] "ইসলামে মানবাধিকার কিছু ভ্রান্তধারণা"[7] এবং "ইসলামে মানবাধিকার"[8] ইত্যাদি। "Human dignity in Muslim perspective: building bridges" গবেষণা প্রবন্ধে গবেষক মানবাধিকার ও মানব মর্যাদার সম্পর্ক এবং ইসলাম প্রদত্ত মানবাধিকার সুরক্ষার মাধ্যমে মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ধারণা পুনর্গঠনের বিষয় ব্যক্ত করেছেন।[৯] এছাড়াও "Human Rights, Human Dignity and Justice: The Islamic Perspective" গবেষণা প্রবন্ধে ইসলামে

---

1. al-Ghazzālī, Abū Ḥāmid Muḥammad. *Ihya' Ulum al-Din.* Translated by Fazl-ul-Karim. Karachi: Darul Ishaat, 1993.
2. Ibn ʿĀshūr, Muḥammad al Ṭāhir. Maqāṣid al Sharīʿah al Islāmiyyah. Cairo: Dar al Kitāb al Miṣrī, 2011.
3. Kamali, Mohammad Hashim. The Dignity of Man: An Islamic Perspective. Vol. I. Islamic Texts Society, 2002.
4. Sachedina, Abdulaziz. Islam and the Challenge of Human Rights. UK: Oxford University Press, 2009.
5. al-Nabrawi, Dr. Khadija. Islamer Manobadhikar Samagro. Dhaka: Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Center, 2024.
6. Ash-Shaikh, Shaikh Salih Ibn Abdul-Aziz Aal. Islame Manobadhikar. Translated by Abdullahil Hadi bin Abdul Jalil. Dhaka: Maktabatus Sunnah, 2016
7. Ibarli, Abu Salman Dia uddin. Islame Manobadhikar Kichu Brantadharona. Islam House Publications, 2015
8. Rahim, Mawlana Muhammad Abdur. Islame Manobadhikar. Dhaka: Khairun Prokashani.
9. Muftugil, Onur. "Human dignity in Muslim perspective: building bridges." Journal of Global Ethics 13, no. 2 (2017): 157-167

মানবাধিকারের ধারণা ও উৎসমসূহ বিশ্লেষণ করে মানুষের জীবন , মানবাধিকার ও মানব মর্যাদা সুরক্ষায় ইসলামী আইনের বিধিসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে।[১০] ইসলামে মানব মর্যাদার ওপর সম্পাদিত গবেষণা প্রন্ধসমূহের মধ্যে "Human Dignity: An Islamic Perspective",[১১] "The concept of Human Dignity in the Islamic Thought"[১২] এবং "The Criterion of Human Dignity in the Quran"[13] প্রভৃতি গবেষণা প্রবন্ধসমূহ উল্লেখযোগ্য। আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে বিশেষত এশিয়ায় মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইসলামের ভূমিকা নিয়ে "Universal Human Dignity: Some reflections in the Asian context" প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।[১৪] এছাড়াও Stephen P. Heyneman তাঁর "Islam and Social Policy" বইয়ে ইসলামের সামাজিক রীতি-নীতির বিষয়ে আলোচনা করেছেন।[১৫] কিন্তু উপর্যুক্ত গ্রন্থাবলি ও গবেষণা প্রবন্ধসমূহের মধ্যে মানব মর্যাদার তাত্ত্বিক ভিত্তি, নৈতিক তাৎপর্য ও শরিয়াহগত অবস্থান ব্যাখ্যায় সফল হলেও, কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক সামাজিক বিধানসমূহ কীভাবে সমসাময়িক সামাজিক বাস্তবতায় কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে-সে প্রশ্ন পর্যাপ্তভাবে আলোচিত হয়নি। এই গবেষণা উক্ত শূন্যস্থান পূরণের প্রয়াস হিসেবে কুরআন ও সুন্নাহর সামাজিক বিধানসমূহকে বিশ্লেষণ করে মানব মর্যাদা সংরক্ষণের একটি প্রয়োগযোগ্য কাঠামো উপস্থাপন করতে চায়। ফলে এটি বিদ্যমান গবেষণার ধারাবাহিকতায় প্রায়োগিক ও সমসাময়িক সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

মানব মর্যাদা

মানব মর্যাদা শব্দটি মানব (Human) ও মর্যাদা (Dignity) দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। Human শব্দের উৎপত্তি নিয়ে কয়েকটি অভিমত লক্ষ্য করা যায়। Oxford English Dictionary অনুসারে, ল্যাটিন শব্দ hūmānus থেকে Human এর উদ্ভব হয়েছে। উৎপত্তিগতভাবে দ্বিতীয় অভিমত হিসেবে, ফরাসী humain এর উল্লেখ পাওয়া যায়.[১৬] বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান অনুসারে, মানব

10. Salman, Abdul Haseeb Ansari & R. K. "Human Rights, Human Dignity and Justice: the Islamic Perspective." Journal of Islamic Law Review 7, no. 1 (2011): 91-124
11. Mozaffari, Mohammad Hossein. "Human Dignity: An Islamic Perspective." An International Journal of Academic Research 54, no. 4 (2011): 2-15
12. Mozaffari, Mohammad Hossein. "The concept of human dignity in the Islamic thought." Hekmat Quarterly Journal: International Journal of Academic Research, 2014: 11-28
13. Seyed Abdosaleh Jafari, Behin Araminia , Nafiseh Tavasoli, Hanieh Tavasoli, Soheil Abedi , Seyed Abolhasan Navab , Bagher Talebi Darabi. "The criterion of human dignity in the Quran." Journal of Medical Ethics and History of Medicine 17 (2024): 2
14. Lee, Man Yee Karen. "Universal Human Dignity: Some Reflections in the Asian Context." Asian Journal of Comparative Law 3 (2008): 1-33
15. Heyneman, Stephen P. Islam and Social Policy. Vanderbilt University Press, 2004
16. Oxford University Press. Oxford English Dictionary. March 2024. https://www.oed.com/dictionary/human_adj?tl=true&hide-all-quotations=true&tab=etymology (accessed August 17, 2024)

বলতে হোমোসেপিয়ান গোষ্ঠীভুক্ত প্রাণী, মানুষ, মনুষ্য বা নৃ।[১৭] আর Dignity ল্যাটিন শব্দ dingus থেকে এসেছে যার অর্থ সম্মান বা মর্যাদা। অন্য মানুষদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, পরোপকারী ও সহানুভূতিশীল অভিব্যক্তিই হলো মর্যাদা।[১৮]

মর্যাদা হলো একজন ব্যক্তির তার নিজের জন্য শ্রদ্ধেয় এবং সম্মানিত হওয়ার অধিকার। প্রত্যেক মানুষই স্বভাবত মর্যাদা প্রাপ্তির অধিকার রাখে। মানব মর্যাদা হলো একজন ব্যক্তির অপর ব্যক্তির নিকট প্রয়োজন, আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশার স্বীকৃতি। মানব মর্যাদা একটি ক্রমবিকাশমান ধারণা যা প্রাচীন রোমান যুগে শুরু হয়। প্রাচীন রোমান চিন্তাধারায় dignitas hominis বলতে মূলত মর্যাদাকে (status) বুঝানো হয়েছে। এই বিশ্বাসনীতির আলোকে, সম্মানের যোগ্য ব্যক্তিকেই সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। কেননা বিশেষ মর্যাদার কারণেই তারা সম্মানের অধিকারী হয়ে থাকে।

সমাজতাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের মর্যাদা হল সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার ফলে সমাজে ব্যক্তিদের মধ্যে মর্যাদার পারস্পরিকতা। ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী পিয়েরে-জোসেফ প্রুধন (Pierre-Joseph Proudhon) বলেন, মানব মর্যাদা হল সামাজিক মর্যাদার ভিত্তি, যেখানে ব্যক্তিস্বার্থ এবং ব্যক্তিগত মর্যাদার অধীনতার মাধ্যমে অহং (ego) ধ্বংস এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। সামাজিকভাবে যদি কোনো মানুষ সমাদৃত না হয় তবে তার মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত হয় না এবং সে নিজেকে নিয়ে হীনমন্যতায় (inferiority complexity) ভোগে, যার ফলে সে নিজেকে অন্যের থেকে উচুঁ স্থানে দেখতে কামনা করে এবং অহংবোধের কারণে সামাজিক ন্যায়বিচার বাধাগ্রস্ত হয়।[১৯]

মানব মর্যাদা তিনটি স্তরে মানবাধিকারের সাথে সম্পৃক্ততার মাধ্যমে অর্জিত হয়। প্রথমত, প্রকৃত মানবাধিকার সুরক্ষা; দ্বিতীয়ত, মানবাধিকারকে অন্যান্য নৈতিক-রাজনৈতিক মানদণ্ডের সাথে তুলনা করা যার মধ্যে নৈতিক ও আইনগত বিষয়গুলো অর্ন্তভুক্ত থাকবে যা মানবাধিকার বর্হিভূত; তৃতীয়ত, এটি মানব মর্যাদার সবচেয়ে নিগূঢ় ভিত্তি, যা মানবাধিকারের একটি অর্ন্তনিহিত মূল্য অথবা একচেটিয়াভাবে এর আদর্শিক ভিত্তি বিবেচনা করা হয়ে থাকে।[২০]

মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের সর্বোচ্চ অর্জন এবং পর্যাপ্ত ও মানসম্মত জীবন-যাত্রা হলো মানবাধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তার মাপকাঠি। এর উপর ভিত্তি করে দুটি বিষয় প্রতীয়মান হয়, এক. প্রত্যেক ব্যক্তির সম্মানের সমঅধিকার ও নৈতিক মূল্য

17. Jamil Choudhury, Editor. Bangla Academy Adhunik Bangla Abhidhan. Dhaka: Bangla Academy, 2018. 1104
18. Borowski, Allan. "On Human Dignity and Social Work." The British Journal of Social Work 52, no. 2, 2021: 612
19. Hodgkiss, Philip. "A Moral Vision: Human Dignity in the Eyes of the Founders of Sociology." Sociological Review, 2013: 418
20. Tasioulas, John. "Human Dignity and the Foundations of Human Rights." SSRN. January 29, 2013. https://ssrn.com/abstract=2557649 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2557649 (accessed August 17, 2024).

রয়েছে এবং দুই. একটি সুনির্দিষ্ট আদর্শিক নীতির মাধ্যমে মানুষের পারস্পরিক সম্মান করা ও সম্মানিত হওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা।[২১] মূলত মানব মর্যাদার ভিত্তিমূল হলো মানবাধিকার। মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হয়। যখন সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় তখন মানব মর্যাদা সমুন্নত হয়।

ইসলামের আলোকে মানব মর্যাদা

ইসলাম পূর্ব যুগে মানুষের মর্যাদা ছিল না বললেই চলে। জাহেলি সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তির মর্যাদা নির্ধারিত হতো তার গোত্রের শক্তিশালী অবস্থান, পূর্বপুরুষদের গৌরবগাঁথা, সামাজিক নেতৃত্ব কিংবা অর্থনৈতিক প্রতিপত্তির মাধ্যমে। সে যুগে অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল বা দাস শ্রেণির মর্যাদা ছিল শূন্যের কোঠায়। ইসলামের আগমনের মাধ্যমে মানুষ পেয়েছে তার যথাযোগ্য মর্যাদা। ইসলামী শারী'আহর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো যাবতীয় কল্যাণ সাধন করা এবং অকল্যাণ অপসারণ ও হ্রাসকরণ। শারী'আহ বিধি-নিষেধের মাধ্যমেই ইসলাম মানুষকে দিয়েছে যথাযথ অধিকার ও নিশ্চিত করেছে মানব মর্যাদা। ইমাম ইবন তাইমিয়া পারস্পরিক চুক্তি সম্পূর্ণ করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, প্রতিবেশীর অধিকার সংরক্ষণ করাকে মাকাসিদ আশ শারী'আহর তালিকায় সংযুক্ত করেছেন যা সামাজিক বিধানের অর্ন্তভুক্ত।[২২]

ইসলামী সমাজদর্শনের মূলনীতি হলো, সমাজের প্রত্যেক সদস্যের অধিকার নিশ্চিতকরণ, ন্যায্য অধিকার প্রদান এবং শরীয়তের বিধি-বিধান দ্বারা অধিকারসমূহ সংরক্ষণ, প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ ও সীমালঙ্ঘনকারীদের উপর দণ্ডবিধি ও শাস্তির পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে মানবমর্যাদার সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা।

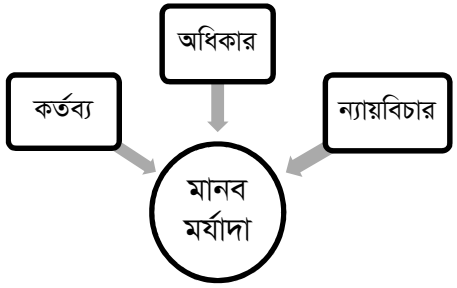

ইসলামের এ সুমহান নীতি মুসলিম, অমুসলিম নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য হবে।[২৩] আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তাঁর অন্যান্য সৃষ্টিজগতের উপর

21. Carozza, Paolo G. Human Dignity and the Foundations of Human Rights. SPECIAL REPORT, Washington, DC : The Heritage Foundation, 2020, p. 3
22. Khandker, Muhammad Rahmatullah. Maqasid Al-Shariah O Islamer Soundorjo. Dhaka: Muktodesh Prokashon, 2020. p. 490-491
23. El-Sergany, Dr. Ragheb. Islami Sovvotay Noitikota O Mullubudh. Dhaka: Maktabatul Hasan, 2020, p. 19-20

মর্যাদা প্রদান করে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বিদায় হজ্জে প্রদত্ত ভাষণে এ ধারণা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অবদান রেখেছে। মানুষকে এ মর্যাদা প্রদানের সপক্ষে আল কুরআনের বাণী-

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾

আর স্মরণ কর, যখন তোমার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন, 'নিশ্চয় আমি যমীনে একজন খলীফা সৃষ্টি করছি', তারা বলল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে তাতে ফাসাদ করবে এবং রক্ত প্রবাহিত করবে? আর আমরা তো আপনার প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করছি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। তিনি বললেন, নিশ্চয় আমি জানি যা তোমরা জান না।[২৪]

মর্যাদা প্রদানের পাশাপাশি কিছু দায়িত্ব অর্পণ করেছেন যার নীতিমালা আল কুরআন ও সুন্নাহ'য় বিধৃত রয়েছে। ইসলাম প্রদত্ত সরল পথ অনুসরণ করে মানুষ সমাজ থেকে অন্যায়, অত্যাচার, অকল্যাণ ও বিশৃঙ্খলা দূর করে সুন্দর, শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ সমাজ তৈরির মাধ্যমে মানব মর্যাদা সুনিশ্চিত করার মাধ্যমে ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তির পথ সুনিশ্চিত করবে। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন ও মানুষকে কেবল এ জন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে।[২৫]

যখন মানুষ তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ সম্মানের সাথে পালন করবে তখনই আল্লাহ প্রদত্ত আশরাফুল মাখলুকাত উপাধি সার্থকতা লাভ করবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

আর আমি তো আদম সন্তানদের সম্মানিত করেছি এবং আমি তাদেরকে স্থলে ও সমুদ্রে বাহন দিয়েছি এবং তাদেরকে দিয়েছি উত্তম রিযক। আর আমি যা সৃষ্টি করেছি তাদের থেকে অনেকের উপর আমি তাদেরকে অনেক মর্যাদা দিয়েছি।[২৬]

আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ وَهُوَ يَقُولُ مَا أَطْيَبَكِ وَأَطْيَبَ رِيحَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ حُرْمَةً مِنْكِ مَالُهُ وَدَمُهُ وَإِنْ نَظُنُّ بِهِ إِلا خَيْرًا.

24. Al-Qur'an, 02:30
25. Al-Qur'an, 51:56
26. Al-Qur'an, 17:70

আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কাবা ঘর তাওয়াফ করতে দেখলাম এবং তিনি বলছিলেন, কত উত্তম তুমি হে কাবা! আর্কষীয় তোমার খোশবু, কত উচ্চ মর্যাদা তোমার (হে কাবা)! কত মহান সম্মান তোমার। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! আল্লাহর নিকট মুমিন ব্যক্তির জান-মাল ও ইজ্জতের মর্যাদা তোমার চেয়ে অনেক বেশি। আমরা মুমিন ব্যক্তি সম্পর্কে সুধারণাই পোষণ করি।[২৭]

মানুষকে অন্যান্য সৃষ্টির উপর প্রাধান্য দেওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তায়ালা মানুষের মধ্যে নেতৃত্ব গুণ ও শৃঙ্খলা চর্চার জন্য এক জনের উপর অন্য জন অথবা এক সম্প্রদায়ের উপর অন্য সম্প্রদায়কে প্রাধান্য দিয়েছেন। কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

আর তিনি সে সত্তা, যিনি তোমাদেরকে যমীনের খলীফা বানিয়েছেন এবং তোমাদের কতককে কতকের উপর মর্যাদা দিয়েছেন, যাতে তিনি তোমাদেরকে যা প্রদান করেছেন, তাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন। নিশ্চয় তোমার রব দ্রুত শাস্তিদানকারী এবং নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[২৮]

তবে এই অগ্রাধিকারের ভিত্তি দুনিয়াবি কোনো প্রভাব- প্রতিপত্তি অথবা শক্তিমত্তা প্রদর্শনের ভিত্তিতে নয় বরং এর ভিত্তি সম্পর্কে আল কুররআনে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়া সম্পন্ন। নিশ্চয় আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।[২৯]

মানব মর্যাদা সংরক্ষণে ইসলামের সামাজিক বিধান

সমাজে মানুষের পারস্পরিক আচরণ, সম্পর্ক, দায়িত্ব ও অধিকার নিয়ন্ত্রণের জন্য যে বিধি-নিষেধ রয়েছে তা সামাজিক বিধান হিসেবে বিবেচিত হয়। ইসলামের সামাজিক বিধান হলো এমন নৈতিক ও আইনগত নিয়মের সমষ্টি যা ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সামঞ্জস্য, ন্যায় ও কল্যাণ নিশ্চিত করে। পাশাপাশি বসবাসরত মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সদ্ভাব, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের মাধ্যমে সুবিচার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বারোপ করেছে ইসলাম। সেজন্য ব্যক্তির ব্যক্তিগত গুণাবলি ও ত্রুটি-বিচ্যুতির ব্যাপারেও ইসলামের নির্দেশনা রয়েছে। মানব মর্যাদা সুরক্ষায় আল-কুরআন ও আল-সুন্নাহর মধ্যে সে সকল বিধান সন্নিবেশিত হয়েছে, এমনকি যে সকল কাজ মানুষের অধিকার খর্ব করে সেসকল কর্মকাণ্ড ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে।[৩০] সমাজ ও রাষ্ট্রে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের

27. Kasim, Sulaiman Ibn Ahmad Ibn Ayub Abu. Musnad As Shamiyeen lit Tabarani,Vol-2. Beirut: Muassasa Ar Risalah, 1984, 396:1568
28. Al-Qur'an, 06:165
29. Al-Qur'an, 49:13
30. El-Sergany, Dr. Ragheb. Islami Sovvotay Noitikota O Mullubudh. Dhaka: Maktabatul Hasan, 2020., p. 112

মর্যাদা সুরক্ষায় ইসলাম প্রদত্ত সামাজিক বিধানাবলি কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা-

১. নৈতিকতা ও আচরণ সংক্রান্ত বিধান
২. সামাজিক ন্যায়বিচার সংক্রান্ত বিধান
৩. পারিবারিক জীবন সম্পর্কিত বিধান
৪. নারীর অধিকার সংক্রান্ত বিধান
৫. সামাজিক সংহতি সুরক্ষা সম্পর্কিত বিধান
৬. অন্য ধর্মের সাথে সম্পর্কিত বিধান

১. নৈতিকতা ও আচরণ সংক্রান্ত বিধান

১.১ গীবতে নিষোধাজ্ঞা প্রদান

গীবতের মাধ্যমে সামাজিক সম্প্রীতি যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য ইসলামে এ ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, যার প্রতিফলন রয়েছে কুরআন এবং সুন্নাহর মধ্যে। গীবত নিষেধাজ্ঞায় আল কুরআনের সূরা আল হুজরাতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

﴿وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾

একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশ্ত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই করে থাক। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ অধিক তাওবা কবূলকারী, অসীম দয়ালু।[৩১]

মাসরূক রহ. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَعِنْدَهَا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يُنْشِدُهَا شِعْرًا يُشَبِّبُ بِأَبْيَاتٍ لَهُ فَقَالَ حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبَةٍ وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُومِ الْغَوَافِلِ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ لَكِنَّكَ لَسْتَ كَذَلِكَ. قَالَ مَسْرُوقٌ فَقُلْتُ لَهَا لِمَ تَأْذَنِينَ لَهُ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ (وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ) فَقَالَتْ فَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَى إِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ أَوْ يُهَاجِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ

আমি 'আয়িশাহ রা.-এর নিকট গেলাম। তখন তাঁর কাছে হাস্‌সান ইবনু সাবিত রা. তাঁকে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে শোনাচ্ছেন। তিনি 'আয়িশাহ রা.-এর প্রশংসায় বলছেন, ''তিনি সতী, ব্যক্তিত্বসম্পন্না ও জ্ঞানবতী, তাঁর প্রতি কোন সন্দেহই আরোপ করা যায় না। তিনি অভুক্ত থাকেন, তবুও অনুপস্থিত লোকেদের গোশত খান না (অর্থাৎ গীবত করেন না)। এ কথা শুনে 'আয়িশাহ রা. বললেন, কিন্তু আপনি তো এরূপ নন। মাসরূক রহ. বলেছেন যে, আমি 'আয়িশাহ রা.-কে বললাম, আপনি কেন তাকে আপনার কাছে আসার অনুমতি দেন? অথচ আল্লাহ তা'আলা বলছেন, "তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে, তার জন্য

31. Al-Qur'an, 49:12

আছে কঠিন শাস্তি। 'আয়িশাহ রা. বলেন, অন্ধত্ব থেকে কঠিনতর শাস্তি আর কী হতে পারে? তিনি তাঁকে আরো বলেন যে, হাস্‌সান ইবনু সাবিত রা. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষাবলম্বন করে কাফিরদের সঙ্গে মুকাবালা করতেন অথবা কাফিরদের বিপক্ষে নিন্দাপূর্ণ কবিতা রচনা করতেন।[৩২]

১.২ চোগলখোরী না করা

একজনের কথা অন্যজনের কাছে বলাকে চোগলখোরী বলে। চোগলখোরদের উদ্দেশ্য হলো সমাজের মধ্যে ফিতনা-ফাসাদ বৃদ্ধি করা। তারা সবসময় মানুষের সাক্ষাতে নিজেদেরকে তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে উপস্থাপন করে কিন্তু তাদের পিছনে দুর্নাম করে বেড়ায়। পারিবারিক পরিমণ্ডল থেকে শুরু করে কর্মক্ষেত্রেও চোগলখোরদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এরা একজনের কথা অন্যের কাছে বর্ণনা করে পারস্পরিক সম্প্রীতির মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করে এবং এর মূল উদ্দেশ্য থাকে ব্যক্তির ক্ষতি সাধন করা। এভাবেই সামাজিক শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয় এবং অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। চোগলখোরীতা ইসলামে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। আল কুরআন ও সুন্নাহ'য় যারা এ সমস্ত কাজে জড়িত সেসব মানুষকে কঠিন শাস্তির সংবাদ দেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে আল-কুরআনের ভাষ্য,

﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ ۔ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ﴾

যে অধিক শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, যে পশ্চাতে নিন্দা করে, একের কথা অন্যের নিকটে লাগায় আপনি তার আনুগত্য করবেন না।[৩৩]

﴿وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ﴾

দুর্ভোগ এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে (সামনাসামনি) মানুষের নিন্দা করে আর (অসাক্ষাতে) দুর্নাম করে।[৩৪]

আল কুরআনের পাশাপাশি সুন্নাহ'তে চোগলখোরদের ব্যাপারে হুশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ.

চোগলখোর ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[৩৫]

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম বলেন,

مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا هَذَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদা মদীনার একটি খেজুর বাগান দিয়ে যাচ্ছিলেন, তথায় তিনি দু'জন লোকের আহাজারী শুনতে পেলেন। তখন তাদেরকে কবরে শাস্তি দেওয়া

32. Bukhari, Muhammad Ibn Ismail Al. Al Jami. Vol. 8. Cairo: Darus Sha'ab, 1987, Hadith No: 155
33. Al-Qur'an, 68:10-11
34. Al-Qur'an, 104 : 1
35. Muslim, Abul Hossain. Sahih Muslim, Vol-1. Beirut: Dar al Jeel , Hadith No: 70:303

হচ্ছিল। নবী ﷺ বললেন,"এ দু'জনকে 'আযাব দেওয়া হচ্ছে। তবে বড় কোনো কারণে নয়। অবশ্য এগুলো কবীরা গুনাহ। তাদের একজন পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জন করত না। অন্যজন চোগলখোরী করে বেড়াত"।[৩৬]

১.৩ কুধারণা থেকে বিরত থাকা

একজন মুসলিম মাত্রই সকলের প্রতি সুধারণা পোষণ করবে যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্য কোনো ব্যক্তির অপরাধ প্রমাণিত হয়। শুধুমাত্রই ধারণার বশবর্তী হয়ে অন্য কোনো ব্যক্তির ভালো কিংবা মন্দ হওয়ার ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না। কুরআনের বাণী,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾

হে মুমিনগণ, তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাক। নিশ্চয় কোন কোন অনুমান তো পাপ।[৩৭]

কুধারণা সমাজে বিশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি করে সমাজে হিংসা-বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্ব কলহের প্রসার ঘটায় পক্ষান্তরে সুধারণা সমাজে সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের প্রকাশ করে কল্যাণ বয়ে আনে। এজন্যই প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য হলো অপর মুসলিমের প্রতি সুধারণা প্রকাশ করা। সেজন্য কোনো সংবাদ শ্রবণের পর একজন মুসলিমদের দায়িত্ব হলো সংবাদটি সত্য নাকি মিথ্যা তা যাচাই করে দেখা। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনের নির্দেশনা,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

হে মুমিনগণ, যদি কোনো পাপী তোমাদের কাছে কোনো খবর আনে, তবে তোমরা তা পরীক্ষা করবে যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোনো সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত না কর, এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।[৩৮]

আবূ হুরাইরাহ রা. সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ ، وَلاَ تَجَسَّسُوا ، وَلاَ تَحَسَّسُوا.

সাবধান! তোমরা সন্দেহ করা থেকে মুক্ত থাকো। কারণ সন্দেহ করা হচ্ছে সবচেয়ে বড় মিথ্যাচার। পরস্পরের বিরুদ্ধে তথ্যা তালাশ করো না এবং গোয়েন্দাগিরী করো না।[৩৯]

১.৪ গোয়েন্দাগিরী না করা

ব্যক্তিগত গোপনীয়তা প্রত্যেক ব্যক্তির মৌলিক অধিকার। ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত গোপনীয়তা সুরক্ষার নিশ্চয়তা দিয়েছে। মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়গুলো যাতে প্রকাশিত হয়ে না পড়ে সেজন্য ইসলামে পর্দার বিধান, মাহরাম-নন

36. Bukhari, Op.cit, 20:6052
37. Al-Qur'an, 49:12
38. Al-Qur'an, 49:06
39. Bukhari, op. cit., 24: 5143

মাহরামের বিধান, অন্যের গৃহ কিংবা কোনো সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশের পূর্বে অনুমতির বিধান সন্নিবেশ করা হয়েছে। এমনকি মায়ের গৃহে প্রবেশের ক্ষেত্রেও অনুমতির বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এছাড়াও লজ্জাকে ঈমানের শাখা হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এতঃসত্ত্বেও কারো দ্বারা যদি অপর ব্যক্তির ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লংঘিত হয় সেক্ষেত্রে শাস্তির বিধান রয়েছে। কোনো মুসলিমের ক্ষেত্রে অন্য কোনো ব্যক্তির গোপনীয় বিষয় জানার জন্য গোয়েন্দাগিরী করা বৈধ নয়। আল্লাহ তায়ালা আল কুরআনে ইরশাদ করেন,

وَلَا تَجَسَّسُوا

আর তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না।'[৪০]

মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতার স্বীকৃতিস্বরূপ ইসলামে অন্যের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান থেকে নিবৃত থাকার নির্দেশ প্রদান করেছে। এমনকি কারো অজান্তে তার গৃহে উকিঁ দেওয়া কিংবা গৃহের অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি পর্যবেক্ষণ করা গুনাহের কাজ। আনাস ইবনু মালিক রা. সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لاَ تَبَاغَضُوا ، وَلاَ تَحَاسَدُوا ، وَلاَ تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا ، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ.

তোমরা পরস্পরকে ঘৃণা করো না, পরস্পর হিংসা করো না, একে অপরের গোয়েন্দাগিরী করো না বরং আল্লাহর বান্দারা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। যে কোনো মুসলিমের জন্য তার কোনো ভাইয়ের সঙ্গে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক বিচ্ছেদ করা জায়িয নয়।[৪১]

তবে কখনো বৃহত্তর কিংবা জাতীয় স্বার্থে গোয়েন্দাগিরীর প্রয়োজন হতে পারে কিন্তু সেক্ষেত্রে ইসলামী আইন ও বিচারব্যবস্থার বিধি অনুসারে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট বিষয়টি উন্মোচিত করা যাবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অথবা ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত অন্য কারো নিকট প্রকাশ করা যাবে না।

১.৫ অন্যকে উপহাস না করা

ঠাট্টা-বিদ্রূপ কিংবা উপহাস হলো, অন্যকে অবজ্ঞা করা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বা হেয় প্রতিপন্ন করে মানুষের সামনে হাসাহাসি করা। সাধারণত অন্যকে ঠাট্টা বিদ্রূপকারী ব্যক্তি নিজেকে অন্যের থেকে উন্নত মনে করে এবং তার এই অহংবোধ থেকেই মানুষকে অবজ্ঞা করে থাকে। অথচ আল্লাহ তায়ালা অন্য মানুষকে অবজ্ঞা করার বৈধতা কোনো মানুষকে প্রদান করেননি, বরং তিনি অহংকারীকে অপছন্দ করেন। কে উৎকৃষ্ট কিংবা কে নিকৃষ্ট এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের একমাত্র ও একচ্ছত্র অধিকার আল্লাহ তায়ালার রয়েছে। সেজন্য কোনো ব্যক্তিকে নিয়ে ঠাট্টা- বিদ্রূপ কিংবা উপহাস করার ব্যাপারে ইসলাম কঠোর নিষেধাজ্ঞা প্রদান করেছে। এমনকি কারো শারিরীক গঠন

40. Al-Qur'an, 49:12
41. Bukhari, op. cit., 23:6065

কিংবা আকার-আকৃতি, চালচলন ও আচরণ, কথা-বার্তা, উঠা-বসা ইত্যাদি নিয়ে কটূক্তি করা সবই এর অর্ন্তভুক্ত হবে। এ ধরণের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মানব মর্যাদা লুণ্ঠিত হয়। এ প্রসঙ্গে কুরআনের বাণী,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

হে ঈমানদারগণ, কোন সম্প্রাদায় যেন অপর কোন সম্প্রাদায়কে বিদ্রূপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রূপকারীদের চেয়ে উত্তম। আর কোন নারীও যেন অন্য নারীকে বিদ্রূপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রূপকারীদের চেয়ে উত্তম। আর তোমরা একে অপরের নিন্দা করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ উপনামে ডেকো না। ঈমানের পর মন্দ নাম কতইনা নিকৃষ্ট! আর যারা তাওবা করে না, তারাই তো যালিম।[৪২]

অন্যকে উপহাস করা রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নিকট একটাই অপছন্দনীয় ছিল যে, তিনি ঠাট্টা- বিদ্রূপ করাকে দূষণের সাথে তুলনা করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন,

حكيت للنبي صلى الله عليه و سلم رجلا فقال ما يسرني أني حكيت رجلا وأن لي كذا وكذا قالت فقلت يارسول الله إن صفية امرأة وقالت بيدها هكذا كأنها تعني قصيرة فقال لقد مزجت بكلمة لو مزجت بها ماء البحر لمزج.

আয়িশাহ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক সময় নবী ﷺ-কে আমি জনৈক ব্যক্তির চালচলন নকল করে দেখালাম। তিনি বললেন, আমাকে এই পরিমাণ সম্পদ প্রদান করা হলেও কারো চালচলন নকল করা আমাকে আনন্দ দেয় না। আয়িশাহ রা. বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! সাফিয়্যা তো বামন মহিলা লোক, এই বলে তিনি তা হাতের ইশারায় দেখালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ তুমি এমন একটি কথার দ্বারা বিদ্রূপ করেছো, তা সাগরের পানির সাথে মিশালেও তা উক্ত পানিকে দূষিত করে ফেলতো।[৪৩]

উপহাস করা একটি অনর্থক কাজ। দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের নিমিত্তে প্রত্যেক মু'মিনের উচিত এ ধরনের অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকা।

১.৫ কাউকে মন্দ নামে না ডাকা

ইসলামের সুমহান আদর্শের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো সন্তান জন্মগ্রহণের পর পিতা-মাতার কর্তব্য হলো সন্তানের একটি সুন্দর অর্থবাচক নাম রাখা এবং সে নামে তাকে ডাকা। কোনো ব্যক্তিকে তার নিজস্ব নাম ব্যতীত অন্য কোন মন্দ নাম, ব্যঙ্গাত্মক নাম কিংবা অপছন্দনীয় নামে আহবান করা উচিত নয়। এতে ব্যক্তির মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে সতর্ক বার্তা প্রদান করে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

﴿وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

42. Al-Qur'an, 49:11
43. Tirmizi, Muhammad Ibn Isa At. Sunan Tirmizi. Beirut: Dar Ihya At Turath Al Arabi, Hadite no: 660:2502

তোমরা একে অপরকে মন্দ উপনামে ডেকো না। ঈমানের পর মন্দ নাম কতইনা নিকৃষ্ট! আর যারা তাওবা করে না, তারাই তো যালিম।[৪৪]

১.৬ অন্যায় অপবাদ না দেয়া

মিথ্যাবাদিতার চরম পর্যায় হলো অপবাদ। এটি এমন একটি জঘন্য অপরাধ যার দ্বারা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অপবাদের কারণে মানুষের সম্মানহানি ঘটে, পারিবারিক কাঠামো ভেঙ্গে যায় এবং সমাজে এর বিরূপ প্রভাব পড়ে। সাধারণত সন্দেহ ও অজ্ঞতার বশেই অপবাদ দেয়ার বিষয়টি দৃষ্টিগোচর হয়। ইসলামে নিষিদ্ধতার পাশাপাশি সামাজিকভাবেও অপবাদ একটি ঘৃণিত ও নিকৃষ্ট অপরাধ। কোনো ঈমানদার সতী-সাধ্বী নারীকে ব্যভিচারের অপবাদ প্রদানকারীর ব্যাপারে আল কুরআনের সতর্কবার্তা হলো,

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

যারা সচ্চরিত্রা সরলমনা মুমিন নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত। আর তাদের জন্য রয়েছে মহাআযাব।[৪৫]

এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর বাণী,

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ.

তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বস্তু থেকে বেঁচে থাক। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! সেগুলো কি? তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে শরীক করা, জাদু, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে কাউকে হত্যা করা যা আল্লাহ হারাম করেছেন, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা, জিহাদের ময়দান থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা, সাধ্বী বিশ্বাসী সরলমনা রমণীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করা।[৪৬]

অপবাদ প্রদানকারী যদি অপরাধ প্রমাণের জন্য যথোপযুক্ত সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে তাহলে সে কবীরা গুনাহকারী হিসেবে বিবেচিত হবে; হক্কুল ইবাদ বিনষ্টকারী হিসেবে পরিগণিত হবে। এমতাবস্থায়, তাদের শাস্তি প্রসঙ্গে আল-কুরআনের বাণী,

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

আর যারা সচ্চরিত্র নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারপর তারা চারজন সাক্ষী নিয়ে আসে না, তবে তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত কর এবং তোমরা কখনই তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না। আর এরাই হলো ফাসিক।[৪৭]

44. Al-Qur'an, 49:11
45. Al-Qur'an, 24:23
46. Bukhari, op. cit., 218:6857
47. Al-Qur'an, 24:04

১.৭ অনুমতি ব্যতীত অন্যের গৃহে প্রবেশ না করা

আবাসস্থল মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তির জায়গা। মানুষ প্রয়োজন অনুযায়ী কোনো হস্তক্ষেপ ব্যতীত নিজের গৃহে সর্বোচ্চ ব্যক্তিস্বাধীতার প্রয়োগ করতে পারে। নিজ ইচ্ছামতো কাজ ও বিশ্রাম করে থাকে, এছাড়াও সেখানে অনেক নন-মাহরাম নারীদের উপস্থিতি থাকা অস্বাভাবিক নয়। গৃহে সাধারণত ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বজায় রাখার ক্ষেত্রে অনেকটা শিথিলতা থাকে। ফলে অনেক গোপনীয় বিষয় নিজ বাসগৃহের মধ্যে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন যাতে জনসম্মুখে প্রকাশিত হয়ে বিব্রতকর পরিস্থিতির অবতারণা না হয় সেজন্য অন্যের গৃহে প্রবেশাধিকারের ব্যাপারে ইসলামের কতিপয় বিধি-বিধান রয়েছে। অন্যের গৃহে প্রবেশে কুরআনের বিধান,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

হে মুমিনগণ, তোমরা নিজদের গৃহ ছাড়া অন্য কারও গৃহে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না তোমরা অনুমতি নেবে এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম দেবে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।[৪৮]

অন্যের গৃহে প্রবেশের সুন্নাহ পদ্ধতিসমূহ: প্রথমত, কারো গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি গ্রহণ করা। দ্বিতীয়ত, গৃহের লোকদের সালাম দেয়া। কিন্তু অধিকাংশ হাদিসের আলোকে সুন্নাহ পদ্ধতি হলো, প্রথমে বাইরে থেকে সালাম প্রদান করতে হবে তারপর নিজের নাম উল্লেখ করে গৃহে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করবে।[৪৯]

২. সামাজিক ন্যায়বিচার সংক্রান্ত বিধান

২.১ পারস্পরিক লেনদেনে স্বচ্ছতা বজায় রাখা

পারস্পরিক লেনদেনের মাধ্যমে একটি সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যমূলক সমাজ গঠনের উপর ইসলাম গুরুত্বারোপ করে। ইসলামী জীবনাচারণে পাস্পরিক লেনদেনকে মুআমালাত হিসেবে অভিহিত করা হয়। পারস্পরিক লেনদেনের মাধ্যমে জীবন যাপন ব্যতীত একাকী কোনো একজন মানুষের পক্ষে জীবন পরিচালনা করে একনিষ্ঠভাবে ইবাদত সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। সেজন্য সামষ্টিক জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণ সাধনের নিমিত্তে ইসলাম কতিপয় বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে। কেননা লেনদেনে অস্বচ্ছতা মানব চরিত্রের সৌন্দর্য বিনষ্ট করে। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় ঠিক তেমনিভাবে সমাজে এর বিরূপ প্রভাব পড়ে। এমনকি লেনদেনে অস্বচ্ছতা থাকলে ব্যক্তির দুয়া আল্লাহর নিকট কবুল হয় না।

ইসলামে অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ গ্রাস করা, ভালো পণ্যের সাথে খারাপ পণ্যের

48. Al-Qur'an, 24:27
49. Shafi, Muhammad. Ma'ariful Qur'an. Translated by Mawlana Mohiuddin Khan. Vols. Vol-06. Dhaka: Islamic Foundation, 2012, p. 420-421

সংমিশ্রণ করা, ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পারস্পরিক চুক্তিসমূহ পূর্ণ না করা, আমানতের যথাযথ সংরক্ষণ না করা এবং ইয়াতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করা ইত্যাদি বিষয়ে কঠোর হুশিয়ারি জ্ঞাপন করেছে। এমনকি পারস্পরিক আর্থিক লেনদেনে অধিক স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য লিখিত আকারে সাক্ষীর উপস্থিতিতে লেনদেন করার কথা বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কুরআনের বাণী,

﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾

আর তোমরা ইয়াতীমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ দিয়ে দাও এবং তোমরা অপবিত্র বস্তুকে পবিত্র বস্তু দ্বারা পরিবর্তন করো না এবং তাদের ধন-সম্পদকে তোমাদের ধন-সম্পদের সাথে খেয়ো না। নিশ্চয় তা বড় পাপ।[৫০]

২.২ সমাজে বসবাসরত দুর্বল শ্রেণীর সুরক্ষা প্রণয়ণ করা

সমাজের দুর্বল শ্রেণির মানুষের সুরক্ষায় ইসলামের সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। কুরআন ও সুন্নাহ'র মধ্যে অসহায়, দরিদ্র, ইয়াতিম, বৃদ্ধ, শ্রমিক, প্রতিবন্ধী ইত্যাদি বিশেষ শ্রেণির মানুষের অধিকার সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে । ইসলামে এটি শুধু দায়িত্ববোধ নয় বরং ইবাদত হিসেবে পরিগণিত। সমাজের দুর্বল ও অসহায় শ্রেণির মানুষের প্রতি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বারোপ করেছে ইসলাম। এ প্রসঙ্গে কুরআনের নির্দেশনা,

﴿اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى﴾

তোমরা ইনসাফ কর, তা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় কর।[৫১]

এছাড়াও ইয়াতিমের অধিকার সুরক্ষার ব্যাপারে আল কুরআনের নির্দেশনা,

﴿وَ لَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ﴾

আর তোমরা ইয়াতীমের সম্পদের নিকটবর্তী হয়ো না, সুন্দর পন্থা ছাড়া। যতক্ষণ না সে পরিণত বয়সে উপনীত হয়।[৫২]

মুসলিম সমাজে বসবাসরত দরিদ্র ব্যক্তিদের মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণ করার জন্য যাকাত, ফিতরা ও সাদাকাহ এর বিধান রয়েছে, যা সমাজের ধনী শ্রেণিকে আদায় করতে হয়। উপরন্তু, যে সকল অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি আত্মসম্মান রক্ষার্থে অন্যের নিকট সাহায্য কামনা করতে ইতস্তত বোধ করে সে ধরনের ব্যক্তিদেরকে সহায়তা করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে আল কুরআনে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَ فِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَ الْمَحْرُوْمِ﴾

এবং তাদের ধন সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের হক।[৫৩]

---

50. Al-Qur'an, 4:02
51. Al-Qur'an, 05:08
52. Al-Qur'an, 06:152
53. Al-Qur'an, 51:19

২.৩ ওজনে কমবেশি না করা

ইসলাম মানুষকে সমাজবদ্ধ জীবন যাপনে উৎসাহিত করে থাকে। জীবন যাপনের ক্ষেত্রে একে অপরের উপর নির্ভরশীল। সেজন্য ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা পারস্পরিক লেনদেনের সময় সঠিক পরিমাণ বা ওজন প্রদান করা ইসলামের গুরুত্ববহ একটি বিধি-নিষেধের অর্ন্তভুক্ত। ওজনে কম বেশি করার ক্ষেত্রে সতর্কতাস্বরূপ আল কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ.الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ.وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْوَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾

ধ্বংস যারা পরিমাপে কম দেয় তাদের জন্য। যারা লোকদের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে। আর যখন তাদেরকে মেপে দেয় তথবা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়।[৫৪]

মহান আল্লাহ ব্যবসা-বাণিজ্য এবং পারস্পরিক লেনদেনের সময় ওজনের ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত আচরণের কথা বলেছেন যা ব্যক্তির উপর দায়িত্ব হিসেবে বর্তায়। আল্লাহ তায়ালা কাউকে যেমন তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না ঠিক তেমনিভাবে যার উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয় তা যথাযথভাবে পালনের হিসাবও তিনি গ্রহণ করবেন। মূলত আল্লাহ তায়ালা কঠোর হিসাব গ্রহণকারী। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনের বর্ণনা,

﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾

পরিমাপ ও ওজন ন্যায়সঙ্গতভাবে পূর্ণ কর, আমি কোন ব্যক্তির উপর সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দেই না।[৫৫]

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর পূববর্তী শরীয়তের মধ্যেও সঠিক পরিমাণে লেনদেনের প্রতি তাগিদ দেওয়া হয়েছে। এমনকি পূর্ববর্তী অনেক জাতির ধ্বংসের কারণ ছিল লেনদেনের সময় ওজনে কম-বেশি করা। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ আল কুরআনে ঘোষণা করেন,

﴿وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ﴾

আর মাদইয়ানে আমি (পাঠিয়েছিলাম) তাদের ভাই শু'আইবকে। সে বলল, 'হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন (সত্য) ইলাহ নেই এবং মাপ ও ওযন কম করো না; আমি তো তোমাদের প্রাচুর্যশীল দেখছি, কিন্তু আমি তোমাদের উপর এক সর্বগ্রাসী দিনের আযাবের ভয় করছি'।[৫৬]

ওজনে কারচুপি করার পরকালীন শাস্তির পাশাপাশি ইহকালীন কিছু শাস্তিও রয়েছে। দুর্ভিক্ষ, শাসকের অত্যাচার সহ নানা ধরণের বিপদ-আপদ নেমে আসে। সমাজে এ ধরণের অপরাধ বৃদ্ধি পেলে সামাজিক সংহতি বিনষ্ট হয়। এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর বাণী,

---

54. Al-Qur'an, 83:1-3
55. Al-Qur'an, 06:152
56. Al-Qur'an, 11:84

২.৪ সর্বদা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা

ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য্য হলো ন্যায়বোধ। মুসলিম চরিত্রে কথা ও কাজের মাধ্যমে ন্যায়বোধ ফুটে উঠে। ন্যায়বিচার এবং ন্যায্যাতার উপর ভিত্তি করেই সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, সুশাসন কায়েম হয় এবং সামাজিক অস্থিতিশীলতা বিলুপ্ত হয় যা মানুষকে মর্যাদাবান করে তুলে। রাসুলুল্লাহ ﷺ সবসময় ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান, আর্থিক প্রতিপত্তি, মুসলিম-অমুসলিম কিংবা সম্পর্ককে প্রাধান্য না দিয়ে ন্যায়কে প্রাধান্য দিতেন। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় মহান আল্লাহ কুরআনে নির্দেশনা প্রদান করেন, যা মানুষের মর্যাদাকে সুরক্ষিত রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আল কুরআনের নির্দেশনা,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾

হে মুমিনগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর জন্য সাক্ষীরূপে। যদিও তা তোমাদের নিজদের কিংবা পিতা-মাতার অথবা নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে হয়।[৫৭]

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর জীবন ছিল মহান আল্লাহর বাণীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি নিজে সর্বদা ন্যায্য কথা বলতেন এবং ন্যায়বিচার করতেন। এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন আপসহীন। এমনকি যদি তা নিজ আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধে হয় তারপরও তিনি ছিলেন তাঁর নীতিতে অটল। কেবল ব্যক্তি পর্যায়ে নয় বরং রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও তিনি এ নীতি অবলম্বন করেছিলেন, যা মাদানী জীবনের প্রত্যেকটি পরতে পরতে দৃষ্টিগোচর হয়। সেজন্যই, সর্বদা ন্যায্য কথা বলা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপসহীন থাকার প্রতি সুন্নাহে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এমনকি অত্যাচারী শাসকের সম্মুখে ন্যায্য কথা বলা উত্তম জিহাদ হিসেবে বিবেচিত হয়। এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর হাদিসে উল্লেখ রয়েছে, তারিক ইবন শিহাব রাহ. থেকে বর্ণিত যে,

أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه و سلم وقد وضع رجله في الغرز : أي الجهاد أفضل قال كلمة حق عند سلطان جائر.

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলো, আর তখন তিনি তাঁর পদদ্বয় ঘোড়র পাদানীতে রেখেছিলেন, কোন্ জিহাদ সর্বোত্তম? তিনি বললেন, অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলা।[৫৮]

২.৫ অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকা

ইসলামে নির্লজ্জ ও অশ্লীল কাজকে অত্যন্ত গর্হিত কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কেননা, রাসুলুল্লাহ ﷺ এর হাদিসে লজ্জাকে ঈমানের অঙ্গ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। অশ্লীলতা একটি সমাজের জন্য ব্যাধি স্বরূপ। অশ্লীল কাজের মাধ্যমে ব্যক্তির ঈমান নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি সামাজিক অবক্ষয়ের আশংকা থাকে। এতে ব্যক্তি ও পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি সামাজিক জীবনে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

57. Al-Qur'an, 4:135
58. Nasai, Abu Abdur Rahman An. Sunanun Nasai, Vol:07, 2nd edition. Aleppo: Maktabatul Matbuat al Islamiyyah, 1986,, 161:4209

এমনকি যে সকল কাজ মানুষকে অশ্লীলতার নিকবর্তী করে তুলে সেসকল কাজকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে ইসলাম। বাহ্যিক কিংবা গোপনীয় যে ধরণের হোক না কেন তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾

বল,'আমার রব তো হারাম করেছেন অশ্লীল কাজ- যা প্রকাশ পায় এবং যা গোপন থাকে, আর পাপ ও অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন এবং আল্লাহর সাথে তোমাদের শরীক করা, যে ব্যাপারে আল্লাহ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহর উপরে এমন কিছু বলা যা তোমরা জান না'।[৫৯]

وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ

আর তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন পাপ ত্যাগ কর। নিশ্চয় যারা পাপ অর্জন করে, তাদেরকে অচিরেই প্রতিদান দেয়া হবে, তারা যা অর্জন করে তার বিনিময়ে।[৬০]

২.৬ অঙ্গীকার পূর্ণ করা

ইসলামে অঙ্গীকার পূর্ণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কুরআন ও সুন্নাহ'য় এ ব্যাপারে বিভিন্ন নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। কতিপয় এখানে উল্লেখ করা হলো:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.

আর অঙ্গীকার পূর্ণ কর, নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।[৬১]

'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ أَنَّ هِرَقْلَ قَالَ لَهُ سَأَلْتُكَ مَاذَا يَأْمُرُكُمْ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ قَالَ وَهَذِهِ صِفَةُ نَبِيٍّ.

আবূ সুফইয়ান রা. আমাকে খবর দিয়েছেন যে, হিরাক্লিয়াস তাকে বলেছিলেন, তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি [নবী ﷺ] তোমাদের কী কী আদেশ করেন? তুমি বললে যে, তিনি তোমাদেরকে সালাতের, সত্যবাদিতার, পবিত্রতার, ওয়াদা পূরণের ও আমানত আদায়ের আদেশ দেন। হিরাক্লিয়াস বললেন, এটাই নবীগণের সিফাত।[৬২]

আবূ হুরাইরাহ্ রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ.

মুনাফিকের আলামত তিনটি- বলতে গেলে মিথ্যা বলে, আমানত রাখলে খিয়ানত করে, আর ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে।[৬৩]

59. Al-Qur'an, 7:33
60. Al-Qur'an, 6:120
61. Al-Qur'an, 17:34
62. Bukhari 1987, 236:2681
63. Bukhari 1987, 5:2749

২.৭ অপরাধ প্রতিরোধে ইসলামের বিধান

অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম শুধু শাস্তির বিধান প্রবর্তন করেনি বরং সমাজে অপরাধ যাতে সংঘটিত না হয় সেজন্য তাকওয়ার চর্চা, শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে তোলা, আপামর সমাজের মানুষের মধ্যে নৈতিকতাবোধের জাগরণ, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। অপরাধ দমনের প্রাথমিক ধাপ হলো মানুষের অন্তরে আল্লাহভীতি জাগিয়ে তোলা। এ প্রসঙ্গে কুরআনের নির্দেশনা,

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا

যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরি করে দেন।[৬৪]

এছাড়াও শিক্ষার মাধ্যমে সমাজে নৈতিকতাবোধ সম্পন্ন মানুষ তৈরির মাধ্যমে সমাজ থেকে অপরাধ নির্মূল করা সম্ভব।

৩. পারিবারিক জীবন সংক্রান্ত বিধান

৩.১ পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের আদেশ

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্য হলো তাদেরকে কষ্ট না দেয়া। কেননা, বাবা-মা সন্তানের জন্য তাদের স্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ করে থাকে। সন্তান প্রতিপালনে তারা তাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। সেজন্য আল কুরআনে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ﴾

আর আমি মানুষকে তার মাতাপিতার ব্যাপারে (সদাচরণের) নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে তাকে গর্ভে ধারণ করে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দুবছরে; সুতরাং আমার ও তোমার পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় কর। প্রত্যাবর্তন তো আমার কাছেই।[৬৫]

কোনো অবস্থাতেই পিতা-মাতার সাথে অসদাচরণ করা যাবে না। সর্বাবস্থায় তাদের আনুগত্য করতে হবে। তবে তারা যদি আল্লাহর সাথে শিরক করার জন্য জোরজবরদস্তি করে তাহলে তাদের আনুগত্য করা যাবে না। এমতাবস্থায়, আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে এবং পিতামাতার অবাধ্য হওয়া যাবে। এ ব্যাপারে আল কুরআনের নির্দেশনা,

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

64. Al-Qur'an, 65:02
65. Al-Qur'an, 31:14

আর আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করতে। তবে যদি তারা তোমার উপর প্রচেষ্টা চালায় আমার সাথে এমন কিছুকে শরীক করতে যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না। আমার দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তোমরা যা করতে আমি তা তোমাদেরকে জানিয়ে দেব।[৬৬]

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশনা আল কুরআনের পাশাপাশি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ'য় রয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দুধ মাতা হালিমা মুশরিক থাকা অবস্থায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তাকে বসার জন্য নিজের চাদর বিছিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি সর্বাবস্থায় পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান করেছেন। পিতামাতার মধ্যে সদ্ব্যবহার পাওয়ার ক্ষেত্রে মা অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবে। এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ

আবূ হুরাইরাহ রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার নিকট কে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিক হকদার? তিনি বললেনঃ তোমার মা। লোকটি বলল, অতঃপর কে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমার মা। সে বললঃ অতঃপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বলল, অতঃপর কে? তিনি বললেনঃ অতঃপর তোমার বাবা।[৬৭]

৩.২ সন্তানের অধিকার আদায়ের নির্দেশ

ইসলামে সন্তানের অধিকার জন্মের পূর্ব থেকে শুরু করে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত একটি সমন্বিত ও সুরক্ষিত কাঠামোর মাধ্যমে নির্ধারিত হয়েছে। ইসলাম বৈধ বিবাহের মাধ্যমে সন্তানের জন্মকে বাধ্যতামূলক করেছে, যাতে তার বংশপরিচয়, সামাজিক মর্যাদা ও মানসিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় এবং পারিবারিক শুদ্ধতার ভিত্তি সুরক্ষিত থাকে। এ প্রসঙ্গে কুরআনের বর্ণনা:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰى إِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيْلًا

তোমরা ব্যভিচারের নিকটেও যেয়ো না, নিশ্চয়ই তা অশ্লীল ও মন্দ পথ।[৬৮]

জন্মের পর সন্তানের জীবনের অধিকার সর্বাগ্রে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে যার ফলে দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তানকে হত্যা করা নিষিদ্ধ। কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا﴾

অভাব-অনটনের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। আমিই তাদেরকে রিযিক দেই এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা

66. Al-Qur'an, 29:08
67. Bukhari 1987, 2:5971
68. Al-Qur'an, 17:32

মহাপাপ।[৬৯] যা জাহিলিয়াত যুগের কন্যাশিশু হত্যার প্রথাকে সম্পূর্ণরূপে বিলোপ করে।

এছাড়াও সন্তানের সুন্দর নাম রাখার নির্দেশ হাদিসে পাওয়া যায়। জন্মের সপ্তম দিনে আকীকা করার সুন্নাহও সন্তানের সামাজিক স্বীকৃতি ও কল্যাণের অংশ। সন্তানের ভরণ-পোষণ পিতার উপর ফরজ এবং কুরআনে মায়েদেরকে তার সন্তানকে দুধ পান করানোর কথা বলা হয়েছে। যা সন্তানের আর্থিক নিরাপত্তা, খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করে। কুরআনের ঘোষণা:

﴿وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾

আর মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে, (এটা) তার জন্য যে দুধ পান করাবার সময় পূর্ণ করতে চায়।[৭০]

পিতা-মাতার মৃত্যুর পর আর্থিক নিরাপত্তার জন্য সন্তানের উত্তরাধিকার অধিকারের বিষয়ে কুরআন সুস্পষ্ট বিধান দিয়েছে। কুরআনের বর্ণনা:

﴿لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۪ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَ الْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ۭ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا﴾

মাতা-পিতা এবং আত্মীয়দের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে পুরুষদের অংশ রয়েছে; আর মাতা-পিতা এবং আত্মীয়দের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে, তা অল্পই হোক আর বেশিই হোক, এক নির্ধারিত অংশ।[৭১]

ইসলামে শিক্ষার অধিকার মৌলিক অধিকার হিসেবে বিবেচিত হয়। ইসলাম সন্তানের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার বাধ্যবাধকতা নির্দেশ করে এবং শৈশব থেকেই শৃঙ্খলাবোধ ও ইবাদতের অভ্যাস গড়ে তোলার নির্দেশনা দেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

তোমাদের সন্তানদেরকে নামাযের আদেশ করো, যখন তাদের বয়স সাত বছর, তারা দশ বছরে উপনীত হলে নামাযের জন্য তাদেরকে প্রহার করো এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।[৭২]

একইভাবে, আবেগিক ও মানবিক অধিকারের দৃষ্টান্তও সুন্নাহতে স্পষ্ট। রাসূলুল্লাহ ﷺ শিশুদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করতেন। তিনি শিশুদের চুম্বন করতেন ও কাঁধে বসাতেন, যা শিশুদের মানসিক বিকাশ ও ভালোবাসা পাওয়া ইসলামী দায়িত্বের অংশ হিসেবে প্রমাণিত। সর্বোপরি, ইসলাম সন্তানের শারীরিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তাকে একটি সমন্বিত ব্যবস্থায় রূপ দিয়েছে-জীবনের অধিকার,

69. Al-Qur'an, 17:31
70. Al-Qur'an, 2:233
71. Al-Qur'an, 4:7
72. Abu Dawud, 495

ভরণ-পোষণ, শিক্ষা, ন্যায়সংগত আচরণ, উত্তরাধিকার, বংশপরিচয় ও স্নেহ-ভালোবাসা-সবকিছুকে ইবাদত ও জবাবদিহিতার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে। ফলে সন্তানের অধিকার সুরক্ষা কেবল সামাজিক দায়িত্ব নয়; বরং আল্লাহর নিকট জবাবদিহিমূলক এক আমানত, যা পরিবারকে স্থিতিশীল, ন্যায়ভিত্তিক ও করুণাময় সমাজে পরিণত করার মৌলিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

৩.৩ স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য

ইসলামে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক একটি পবিত্র অঙ্গীকার যা পারস্পরিক ভালোবাসা, দয়া, ন্যায়বিচার ও দায়িত্ববোধের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনের বাণী,

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۭ

"আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে এটি যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও; আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া স্থাপন করেছেন"।[৭৩] এই আয়াত দাম্পত্য জীবনের মৌলিক দর্শনসমূহ প্রশান্তি (سَكِيْنَة), ভালোবাসা (مَوَدَّة) ও দয়া (رَحْمَة) নির্ধারণ করে।

ইসলামে স্ত্রীর অন্যতম মৌলিক অধিকার হলো মহর, যা স্ত্রীর সম্মান ও আর্থিক নিরাপত্তার প্রতীক। কুরআনে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে:

﴿وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۭ﴾

তোমরা নারীদের তাদের মহর খুশিমনে প্রদান কর।[৭৪]

একইভাবে স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্বামীর উপর অর্পিত; এ প্রসঙ্গে কুরআনের বাণী,

﴿وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ﴾

সন্তানের জনকের উপর তাদের (মায়েদের) ন্যায্যভাবে খাদ্য ও বস্ত্রের ব্যবস্থা করা কর্তব্য।[৭৫]

উল্লিখিত আয়াতসমূহ স্বামীর আর্থিক দায়িত্ব স্পষ্ট করে। এছাড়া স্ত্রীর প্রতি সদাচরণ করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে ইসলামে যা দাম্পত্য জীবনে দায়িত্বশীলতা ও ন্যায়পরায়ণতার গুরুত্বকে জোরালো করে। কুরআন নির্দেশ দেয়:

﴿وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ﴾

তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস কর।[৭৬]

অন্যদিকে স্বামীর অধিকারও ইসলামে স্বীকৃত যা পারস্পরিকতার নীতি প্রতিষ্ঠা করে। আল কুরআনে বলা হয়েছে:

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۠ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۭ﴾

73. Al-Qur'an, 30:21
74. Al-Qur'an, 4:4
75. Al-Qur'an, 2:233
76. Al-Qur'an, 4:19

তাদের (স্ত্রীদের) জন্য রয়েছে ন্যায্য অধিকার, যেমন তাদের উপর রয়েছে ন্যায্য দায়িত্ব।[৭৭]

বৈধ বিষয়ে স্বামীর নেতৃত্ব ও পারিবারিক শৃঙ্খলা রক্ষা স্ত্রীর দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত তবে কোনো অবৈধ কাজে আনুগতের বিধান নেই। দাম্পত্য বিরোধের ক্ষেত্রে ইসলাম সালিশ ও ধৈর্য্যের নির্দেশ দেয় যা পারিবারিক ভাঙন রোধে প্রাতিষ্ঠানিক সমাধানের পথ দেখায়। কুরআনের ঘোষণা:

وَاِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَابۡعَثُوۡا حَكَمًا مِّنۡ اَهۡلِهٖ وَحَكَمًا مِّنۡ اَهۡلِهَا

তোমরা যদি উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের আশঙ্কা কর, তবে একজন সালিশ নিযুক্ত কর পুরুষের পক্ষ থেকে এবং একজন নারীর পক্ষ থেকে।[৭৮]

তালাককে বৈধ করা হলেও অপছন্দনীয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে ফলে তা আবেগতাড়িত নয় বরং বিবেচনাপ্রসূত ও ন্যায়ভিত্তিক হতে হবে। সর্বোপরি, ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে কর্তৃত্বকেন্দ্রিক নয় বরং দায়িত্ব, করুণা ও ন্যায়ভিত্তিক এক সমন্বিত ব্যবস্থায় রূপ দিয়েছে যেখানে মহর, নাফাক্বা, সদাচরণ, বিশ্বস্ততা, ন্যায়বিচার, সালিশ ও শালীন বিচ্ছেদের বিধানসমূহ অধিকার সুরক্ষার কার্যকর কাঠামো গড়ে তোলে। এভাবে দাম্পত্য জীবন আল্লাহভীতি, পারস্পরিক সম্মান ও সহমর্মিতার মাধ্যমে পরিবারকে স্থিতিশীল, নৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সামাজিক এককে পরিণত করে।

৩.৪ আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা

মানুষের পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় রাখার প্রতি ইসলাম উৎসাহিত করে। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জীবনের কল্যাণকে অন্তভুক্ত করে। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনের বাণী,

﴿وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىۡ تَسَآءَلُوۡنَ بِهٖ وَالۡاَرۡحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيۡبًا﴾

আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে চেয়ে থাক। আর ভয় কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক।[৭৯] আল কুরআনের সূরা আন নিসার অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা আত্মীয়স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَّبِالۡوَالِدَيۡنِ اِحۡسَانًا وَّبِذِى الۡقُرۡبٰى وَالۡيَتٰمٰى وَالۡمَسٰكِيۡنِ وَالۡجَارِ ذِى الۡقُرۡبٰى وَالۡجَارِ الۡجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالۡجَنۡۢبِ وَابۡنِ السَّبِيۡلِ ۙ وَمَا مَلَكَتۡ اَيۡمَانُكُمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنۡ كَانَ مُخۡتَالًا فَخُوۡرَا﴾

আর সদ্ব্যবহার কর মাতা-পিতার সাথে, নিকট আত্মীয়ের সাথে, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকট আত্মীয়- প্রতিবেশী, অনাত্মীয়- প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সাথী, মুসাফির এবং

77. Al-Qur'an, 2:228
78. Al-Qur'an, 4:35
79. Al-Qur'an, 04:01

তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাস-দাসীদের সাথে। নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন না তাদেরকে যারা দাম্ভিক, অহঙ্কারী।[৮০]

৪. নারীর অধিকার সংক্রান্ত বিধান

৪.১ নারীর অর্থনৈতিক অধিকার সুরক্ষা

ইসলাম নারীর স্বতন্ত্র পরিচয় এবং তাদের আর্থিক স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। নারীর অর্থনৈতিক অধিকার সুরক্ষায় মাহর, নাফাক্বা ইত্যাদি বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। ইসলামী আইন অনুসারে বিবাহের সময় কনেকে স্বামীর বাধ্যতামূলক অর্থ প্রদান বা উপহারকে বলা হয় মহর। এটি বিবাহের আইনি ভিত্তি স্পষ্ট করে এবং মহর প্রদান করা স্বামীর উপর বাধ্যতামূলক; ঐচ্ছিক নয়। এ প্রসঙ্গে কুরআনের নির্দেশনা,

﴿وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحۡلَةً ؕ فَاِنۡ طِبۡنَ لَكُمۡ عَنۡ شَىۡءٍ مِّنۡهُ نَفۡسًا فَكُلُوۡهُ هَنِيۡٓـًٔا مَّرِيۡٓـًٔا﴾

আর তোমরা নারীদেরকে সন্তুষ্টচিত্তে তাদের মাহর দিয়ে দাও, অতঃপর যদি তারা তোমাদের জন্য তা থেকে খুশি হয়ে কিছু ছাড় দেয়, তাহলে তোমরা তা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ কর।[৮১]

উপরন্তু, তাদের নিজস্ব আর্থিক চাহিদা অনুযায়ী অর্থ উপার্জন এবং ব্যয় করার অনুমতি রয়েছে। ইসলামী উত্তরাধিকার আইন অনুসারে, নারীদের তাদের পিতা, স্বামী এবং পুত্রদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার অধিকার রয়েছে। ইসলাম তাদের সম্পত্তির মালিকানার অধিকারও রক্ষা করে।

لِلرِّجَالِ نَصِيۡبٌ مِّمَّا تَرَكَ الۡوَالِدٰنِ وَالۡاَقۡرَبُوۡنَ ۪ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيۡبٌ مِّمَّا تَرَكَ الۡوَالِدٰنِ وَالۡاَقۡرَبُوۡنَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ اَوۡ كَثُرَ ؕ نَصِيۡبًا مَّفۡرُوۡضًا.

পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, সেটা অল্পই হোক বা বেশীই হোক, এক নির্ধারিত অংশ।[৮২]

স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার সম্পর্কে আল কুরআনের নির্দেশনা,

﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ اِنۡ لَّمۡ يَكُنۡ لَّكُمۡ وَلَدٌ ۚ فَاِنۡ كَانَ لَكُمۡ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ﴾

আর স্ত্রীদের জন্য তোমরা যা রেখে গিয়েছ তা থেকে চার ভাগের একভাগ, যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে তাহলে তাদের জন্য আট ভাগের এক ভাগ, তোমরা যা রেখে গিয়েছ তা থেকে।[৮৩]

৪.২ নারীর সামাজিক অধিকার

ইসলাম সামাজিক কল্যাণ, সমতা এবং ন্যায়বিচারকে অগ্রাধিকার দেয়ার মাধ্যমে নারীর সম্মান, অধিকার এবং দায়িত্ব স্বীকার করে। আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অবস্থানের ক্ষেত্রে ইসলামের আলোকে নারী ও পুরুষ উভয়েই সমান এবং উভয়ই স্বতন্ত্র সত্তা।

80. Al-Qur'an, 04:36
81. Al-Qur'an, 04:04
82. Al-Qur'an, 04:07
83. Al-Qur'an, 04:12

প্রত্যেকেই তার কর্মের জন্য সমান জবাবদিহিতা এবং একইভাবে সমান আল্লাহর অনুগ্রহ অর্জনের ক্ষমতা রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন,

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾

মুমিন হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকাজ করবে, অবশ্যই আমরা তাকে পবিত্র জীবন দান করব। আর অবশ্যই আমরা তাদেরকে তারা যা করত তার তুলনায় শ্রেষ্ঠ প্রতিদান দেব।[৮৪]

ইসলামের মূলনীতি অনুসারে, পুরুষ ও নারী একই সত্তা থেকে তৈরি এবং তাদের সমান অন্তর্নিহিত মূল্য রয়েছে। এ প্রসঙ্গে কুরআনের নির্দেশনা,

﴿يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً﴾

হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের রাব্বকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা হতে তদীয় সহধর্মিনী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উভয় হতে বহু নর ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন।[৮৫]

৫. সামাজিক সংহতি সংক্রান্ত বিধান

৫.১ প্রতিবেশীর অধিকার সুরক্ষা

প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করা, তাদেরকে কষ্ট না দেয়া এবং প্রয়োজনে তাদের সাহায্য করার নির্দেশনা রয়েছে কুরআন ও সুন্নাহ'র মধ্যে। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনের বাণী,

﴿بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ بِذِى الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ الْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَ الْجَارِ الْجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ﴾

আর সদ্ব্যবহার কর মাতা-পিতার সাথে, নিকট আত্মীয়ের সাথে, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকট আত্মীয়- প্রতিবেশী, অনাত্মীয়- প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাস-দাসীদের সাথে।[৮৬] প্রতিবেশীর অধিকার সংরক্ষণ করার ব্যাপারে ইসলামে এত বেশি তাগাদা দেয়া হয়েছে যার ফলে রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রতিবেশির উত্তরাধিকারের আশংকা করেছিলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ এর বাণী,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ.

আবদুল্লাহ ইবন উমার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জিব্রাঈল (আ.) এসে আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে অবিরত উপদেশ দিতে থাকলেন; এমনকি আমার মনে হল, হয়ত তিনি প্রতিবেশীকে ওয়ারিশ বানিয়ে দিবেন।[৮৭]

84. Al-Qur'an, 16:97
85. Al-Qur'an, 04:01
86. Al-Qur'an, 04:36
87. Bukhari 1987, 12:6015

৫.২ বিবাদ নিরসন

ইসলাম প্রদত্ত সামাজিক বিধানসমূহের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিধান হলো পারস্পরিক বিবাদ নিরসন করা। যা পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সাম্য বজায় রাখতে কার্যকর ভূমিকা রাখে। ইসলাম মানুষকে বিবাদ, ফিতনা ও সংঘাত থেকে দূরে রাখার জন্য শান্তি, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দেয়। এ প্রসঙ্গে কুরআনের বাণী,

﴿اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ﴾

মুমিনগণ তো পরস্পর ভাই ভাই; কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপস মীমাংসা করে দাও।[৮৮]

পরস্পর বিবদমান ব্যক্তির মধ্যে মীমাংসা করে দেয়া উত্তম কাজের অর্ন্তভুক্ত। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَ اِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا﴾

আর মুমিনদের দু'দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও।[৮৯]

৫.৩ সালামের ব্যাপক প্রচলন করা

পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য প্রত্যেক সমাজেই মানুষের মধ্যে পারস্পরিক অভিবাদনের প্রচলন রয়েছে। পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম এর ব্যতিক্রম নয়। ইসলামে অভিবাদন পদ্ধতি 'সালাম' হিসেবে পরিচিত। মানব সৃষ্টির শুরু থেকেই সালামের প্রচলন শুরু হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনের নির্দেশনা,

﴿وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ﴾

আর যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে তাদের জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে, তারা তাতে তাদের রবের অনুমতিক্রমে স্থায়ী হবে। তথায় তাদের অভিবাদন হবে 'সালাম'।[৯০]

সালামের সূচনা প্রসঙ্গে হাদীসের বর্ণনা, আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেনঃ

خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَطُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ فَزَادُوهُ وَرَحْمَةُ اللهِ.

আল্লাহ তাআলা আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করলেন। তাঁর উচ্চতা ছিল ষাট হাত। আল্লাহ তাআলা তাঁকে বলেন, যাও, উপবিষ্ট ঐ ফেরেশতার দলকে সালাম দাও এবং তারা তোমার সালামের কি জবাব দেয় তা মনোযোগ সহকারে শোনো। কেননা এটাই হবে তোমার ও তোমার সন্তানদের সালাম (সম্ভাষণ)। আদম (আঃ) গিয়ে বলেন, আসসালামু আলাইকুম (আপনাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক)। ফেরেশতাগণ জবাব দিলেন, আসসালামু আলাইকা ওয়া রহমাতুল্লাহ (আপনার উপরও শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক)। ফেরেশতাগণ "ওয়া রহমাতুল্লাহি" বাড়িয়ে বলেন।[৯১]

88. Al-Qur'an, 49:10
89. Al-Qur'an, 49:09
90. Al-Qur'an, 14:03
91. Bukhari 1987, 160:3326

সমাজে সালামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারণার নির্দেশনা রয়েছে ইসলামে। শান্তি কামনা ও নিরাপত্তা প্রার্থনার মাধ্যম হলো সালাম বিনিময় করা। সালাম প্রদানের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কল্যাণ কামনা করে এবং সালামের উত্তর প্রদানের মাধ্যমে অপর ব্যক্তির নিরাপত্তা বিধানের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী, বারাআ রা. থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেনঃ

أفشوا السلام تسلموا

তোমরা সালামের বহুল প্রসার করো, তাহলে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবে।[৯২]

সালাম প্রদান করা সুন্নাহর অর্ন্তভুক্ত হলেও সালামের উত্তর প্রদান করা ওয়াজিব। এবং সালাম প্রদানকারী ব্যক্তি থেকেও উত্তমরূপে উত্তর প্রদান করার জন্য কুরআনে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾

আর যখন তোমাদেরকে সালাম দেয়া হবে তখন তোমরা তার চেয়ে উত্তম সালাম দেবে। অথবা জবাবে তাই দেবে। নিশ্চয় আল্লাহ সব বিষয়ে পূর্ণ হিসাবকারী।[৯৩]

এছাড়াও পারস্পরিক ভালোবাসা সৃষ্টির অন্যতম মাধ্যম হলো সালাম প্রদান করা। সালামের মাধ্যমে সালাম প্রদানকারী ব্যক্তি ও উত্তরদানকারী ব্যক্তির মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ ও সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক সৃষ্টি হয় এবং সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়। ফলশ্রুতিতে, মানুষের মর্যাদা সমুন্নত হয়।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন,

لاَ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَىْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ.

তোমরা ঈমানদার না হওয়া পর্যন্ত বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। তোমরা পরস্পরকে মহব্বত না করা পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না। আমি কি তোমাদের এমন জিনিস জ্ঞাত করবো না, যাতে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে মহব্বত সৃষ্টি হয়? সাহাবীগণ বলেন, নিশ্চয় ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেনঃ তোমাদের মধ্যে সালামের বহুল প্রসার ঘটাও।[৯৪]

ইহকালীন কল্যাণ ছাড়াও সালামের প্রচার ও প্রসারের মধ্যে পরকালীন মুক্তি নিহিত রয়েছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

اعْبُدُوا الرَّحْمَنَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَ أَفْشُوا السَّلاَمَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلاَمٍ.

তোমরা দয়াময় রহমানের ইবাদত করো, মানুষকে আহার করাও এবং সালামের বহুল প্রচলন করো, তাহলে জান্নাতসমূহে প্রবেশ করতে পারবে।[৯৫]

92. Hibban, 245
93. Al-Qur'an, 4:86
94. Muslim n.d., 53:203
95. Tirmizi, 287:1855

৬. অন্য ধর্মের সাথে সম্পর্কিত বিধান

৬.১ ধর্মীয় সহনশীলতা

অমুসলিমদের সাথে শ্রদ্ধাশীল আচরণ ও তাদের মর্যাদা সংরক্ষণের ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ এর মধ্যে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে। কুরআনের বাণী,

﴿يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ﴾

দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করেনি তাদের প্রতি মহানুভবতা দেখাতে ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন।[৯৬]

কাউকে ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে জোরজবরদস্তি করা যাবে না বরং ইসলামের প্রতি মানুষকে আহবান করার আদব কীরূপ হবে সে সম্পর্কে আল কুরআনের নির্দেশনা রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ﴾

আপনি মানুষকে দাওয়াত দিন আপনার রবের পথে হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক করবেন উত্তম পন্থায়।[৯৭]

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর জীবনে এর বাস্তব প্রতিফলন লক্ষ্যণীয়। তিনি মদিনা সনদ প্রণয়নের মাধ্যমে মদিনার ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা সুরক্ষার নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন। প্রত্যেক মুসলিমের উচিত অন্য ধর্মের অনুসারীদের সাথে সহমর্মিতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও মানবিক আচরণ বজায় রাখা।

৬.২ পারস্পরিক সহাবস্থান

সবার ধর্মীয় ও সামাজিক অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে ভিন্নমত মেনে নেয়ার শিক্ষা রয়েছে ইসলামে এবং অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। জোরপূর্বক ধর্মান্তর কিংবা ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়ানো ইসলামী আদর্শের বিপরীত। এ প্রসঙ্গে সূরা আল কাফিরুনে বর্ণিত রয়েছে,

﴿لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ﴾

তোমাদের দ্বীন তোমাদের, আর আমার দ্বীন আমার।[৯৮]

মানব মর্যাদা সংরক্ষণে কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক সামাজিক বিধানের প্রয়োগ ও কাঠামোগত বাস্তবায়ন

মানব মর্যাদা ইসলামের অন্যতম মৌলিক নীতি। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সম্মানিত ও মর্যাদাবান। কুরআনে বলা হয়েছে:

96. Al-Qur'an, 60:08
97. Al-Qur'an, 16:125
98. Al-Qur'an, 109:06

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ﴾

নিশ্চয়ই আমি আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছি।[৯৯]

এই ঘোষণার মাধ্যমে ইসলাম মানব মর্যাদাকে একটি জন্মগত ও অবিচ্ছেদ্য অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। ইসলামী চিন্তাবিদদের মতে, মানব মর্যাদা কেবল ব্যক্তিগত সম্মান নয়; বরং এটি সামাজিক ন্যায়বিচার, নৈতিকতা, আইনি সুরক্ষা এবং অর্থনৈতিক ভারসাম্যের সমন্বিত রূপ। শরীআতের লক্ষ্য মানুষের মৌলিক স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণ করা, যার মধ্যে জীবন, ধর্ম, বুদ্ধি, সম্পদ ও বংশের সুরক্ষা অন্তর্ভুক্ত। এই উদ্দেশ্যসমূহই মানব মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের ভিত্তি গঠন করে।[১০০] ইসলাম মানুষের সম্মান ও অধিকার রক্ষাকে একটি সামগ্রিক সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে উপস্থাপন করেছে।[১০১] সেজন্য সমকালীন সমাজে মানব মর্যাদা রক্ষার জন্য কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনাগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে বাস্তবায়ন করা অত্যন্ত জরুরি। কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনাগুলোকে যদি আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, শিক্ষা কাঠামো, অর্থনৈতিক নীতি এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহে সমন্বিতভাবে প্রয়োগ করা যায়, তবে মানব মর্যাদা রক্ষায় একটি কার্যকর সামাজিক কাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব।

তাত্ত্বিক ভিত্তি থেকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় রূপান্তর

ইসলামের মৌলিক নীতির মধ্যে অন্যতম হলো মানুষকে উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচনা করা, কোনো অবস্থাতেই তাকে উপকরণ হিসেবে ব্যবহার না করা। ইসলাম মানুষকে একটি সম্মানিত সত্তা হিসেবে বিবেচনা করে। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষকে কখনোই কোনো উদ্দেশ্য পূরণের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যায় না; বরং তাকে লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করতে হয়।[১০২] আধুনিক প্রশাসন, শিক্ষা, অর্থনীতি ও বিচারব্যবস্থায় এ নীতির বাস্তবায়ন জরুরি। এজন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে মানব মর্যাদা রক্ষার আচরণবিধি প্রণয়ন করা প্রয়োজন। ইসলামি শিক্ষাবিদরা উল্লেখ করেছেন যে, সামাজিক ন্যায় ও মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য নৈতিক নীতি প্রণয়ন আপরিহার্য।[১০৩] এছাড়াও শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষা ও মানবিক মূল্যবোধ অন্তর্ভুক্ত করা উচিত তাহলে এর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক ধারণাকে নীতিগত কাঠামোয় রূপান্তর করা সম্ভব হবে।[১০৪]

- **আচরণবিধি প্রণয়ণ ও মূল্যবোধ চর্চার মাধ্যমে মানব মর্যাদার সংরক্ষণ**

নৈতিক আচরণ হলো মানব মর্যাদা সুরক্ষার প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ স্তর। পক্ষান্তরে গীবত, অপবাদ, পরনিন্দা, কুধারণা ও গুপ্তচরবৃত্তি-এসব আচরণ মানব মর্যাদাকে

99. Al-Quran, 17:70
100. Kamali, Muhammad Hashim. Shari'ah Law: An Introduction . Oxford: Oneworld Publications, 2008, p. 123–130
101. Mawdudi, Sayyid Abul A'la. Human Rights in Islam. Lahore: Islamic Publications, 2000, p. 12-15
102. al-Faruqi, Ismail Raji. At-Tawhid: Its Implications for Thought and Life. Herndon: Herndon: IIIT, p. 102., 1992, p. 102
103. al-Qaradawi, Yusuf. Al-Madkhal li-Dirasat al-Shari'ah al-Islamiyyah. Cairo: Maktabah Wahabah, 1997, p. 178
104. Mawdudi, Sayyid Abul A'la., Lahore: Islamic Publications, 2006, p. 98

ক্ষতিগ্রস্ত করে। কুরআনে গীবত, অপবাদ, কুধারণা ও গুপ্তচরবৃত্তি কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। কুরআনের ঘোষণা:

﴿وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا﴾

আর তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত করো না।[১০৫]

আধুনিক সমাজে বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মানুষের সম্মানহানি ও ব্যক্তিহত গোপনীয়তা লঙ্ঘনের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ইসলামি সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্মানের সুরক্ষা সামাজিক স্থিতিশীলতার অন্যতম ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত।[১০৬] এজন্য আইনি সুরক্ষার মাধ্যমে মানব মর্যাদা নিশ্চিত করার জন্য সাইবার আইন প্রণয়ন এবং মিডিয়া নীতিমালায় চরিত্রহনন বিরোধী ধারা সংযোজন করা প্রয়োজন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিংবা যুব প্রশিক্ষণ উন্নয়ন কেন্দ্রে ডিজিটাল নৈতিকতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে পাশাপাশি মসজিদ, বিশ্ববিদ্যালয় ও কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনতামূলক সেমিনার আয়োজন করা গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। এছাড়া সঠিক ওজন-পরিমাপ, ন্যায়ের সাক্ষ্য প্রদান এবং অঙ্গীকার পূরণের নির্দেশও মানব মর্যাদা রক্ষার সামাজিক ভিত্তি তৈরি করে।[১০৭] সেজন্য রাষ্ট্রীয় যাকাত ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনয়নপূর্বক ডিজিটালাইজেশন করা যেতে পারে। সমাজে বসবাসরত অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণীর জন্য দরিদ্র সহায়তা কর্মসূচিকে "অধিকারভিত্তিক" কাঠামোয় রূপান্তর করা এবং শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিতকরণ ও সময়মতো পরিশোধের নীতিমালা প্রণয়ন করা যেতে পারে। অশ্লীলতা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে মসজিদ ও এলাকাভিত্তিক সামাজিক সংগঠনসমূহের মাধ্যমে গণসচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে।

- **শরীয়াহ ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান তৈরি ও আইনি সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে মর্যাদার সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ**

পরিবার হলো মানব মর্যাদা চর্চার প্রথম ক্ষেত্র। অতএব পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্মানবোধ, সন্তানের অধিকার এবং পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ মানব মর্যাদা রক্ষার মৌলিক স্তম্ভ। এজন্য বিবাহ-পূর্ব ও বিবাহ-পরবর্তী কাউন্সেলিং কেন্দ্র এবং পারিবারিক বিরোধ নিষ্পত্তির শরীয়তসম্মত মধ্যস্থতা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে দ্রুত বিচার ও আইনি সহায়তা প্রদান সমাজে মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।[১০৮] পরিবারে সম্মান প্রতিষ্ঠা হলে সমাজে সহিংসতা ও অবক্ষয় হ্রাস পায়।

- **কল্যাণ মূলক উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে মর্যাদা সুসংহতকরণ**

প্রতিবেশীর অধিকার, পারস্পরিক পরিচিতি ও সালামের প্রচলন, বিবাদ নিরসন এসব নির্দেশনা সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি করে। ইসলাম সামাজিক সংহতি ও পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। কুরআনে বলা হয়েছে:

105. Al-Qur'an, 49:12
106. al-Ghazali, Muhammad. Khuluq al-Muslim. Cairo: Dar al-Da'wah, 2004, p. 45-47
107. Kathir, Ibn. Tafsir al Qur'an al Azim. Vol. 4. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1999, p. 335
108. Zaydan, Abdul Karim. Al-Mufassal fi Ahkam al Mar'ah. Vol. 5. Beirut: Muassasah al Risalah, 1993, p. 120

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾

সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা কর।[১০৯]

এই নির্দেশনার আলোকে কমিউনিটি সহায়তা কেন্দ্র, মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা কর্মসূচি এবং দুর্যোগকালীন সহযোগিতা উদ্যোগ গড়ে তোলা যেতে পারে। এতে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা কমে এবং মানুষের আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

- **আইন প্রণয়ন ও যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে মর্যাদা নিশ্চিতকরণ**

ইসলামে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব বংশে নয় বরং তাকওয়ায়। অতএব ধর্মীয় সংখ্যালঘু বা ভিন্নমতাবলম্বীরাও সমান মানব মর্যাদার অধিকারী। সংবিধানে ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা এবং সংখ্যালঘু অধিকার সুরক্ষায় নিরপেক্ষ আইন প্রয়োগ করা ইসলামের ন্যায়বিচারের নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।[১১০]

- **আধুনিক আইনী কাঠামোর সাথে ইসলামের বিধানের সমন্বয়করণ**

গবেষণাপত্রে উল্লিখিত একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, আধুনিক সামাজিক ও আইনি কাঠামোয় কুরআন ও সুন্নাহর নীতির একীভূতভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে মানব মর্যাদা নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রে প্রস্তাবিত কাঠামো:

১. শরীয়ত বিশেষজ্ঞ ও আইনবিদদের যৌথ নীতিনির্ধারণ বোর্ড প্রতিষ্ঠা।
২. মানবাধিকার কমিশনে ইসলামী নৈতিক মূল্যবোধের সংযোজন।
৩. আইন প্রণয়নে "মর্যাদা প্রভাব বিশ্লেষণ" (Dignity Impact Assessment) চালুকরণ।
৪. সরকারি নীতিমালায় ন্যায়, করুণা ও সমতার মূল্যবোধ অন্তর্ভুক্তি।

- **বর্তমান সমাজে ইসলামের সামাজিক বিধানসমূহ বাস্তবায়নের মডেল**

ইসলামি সামাজিক নীতিমালাসমূহ মানব সমাজের চারটি স্তরে একযোগে প্রয়োগ নিশ্চিত করা হলে মানব মর্যাদা বাস্তব ও টেকসই রূপ পাবে। প্রস্তাবিত চারটি স্তরের সমন্বিত কাঠামোর গঠন নিম্নরূপ:

ব্যক্তি স্তর	• নৈতিক আত্মশুদ্ধি, তাকওয়া ও সততার চর্চা
পরিবার স্তর	• পারস্পরিক সম্মান ও সহমর্মিতার চর্চা
সমাজ স্তর	• ন্যায়বিচার, সংহতি ও বৈষম্যহীনতা
রাষ্ট্র স্তর	• আইনি সুরক্ষা, অর্থনৈতিক ভারসাম্য ও জবাবদিহিতা

109. Al-Qur'an, 5:2
110. Qutb, Syed. Fi Zilal al Qur'an. Vol. 6. Cairo: Dar al Shuruq, 2003, P. 3260

মানব মর্যাদা সুরক্ষায় ইসলামের সামাজিক বিধানসমূহ সমসাময়িক সমাজে প্রয়োগের লক্ষ্যে সুপারিশসমূহ:-

- নৈতিকতা, মানব মর্যাদা ও সামাজিক দায়িত্ববোধ তৈরির লক্ষ্যে শিক্ষাব্যবস্থার সকল স্তরে ইসলাম শিক্ষা পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্তীকরণ।
- নারী, শ্রমজীবী এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষায় আইন প্রয়োগ ও বিচারিক প্রক্রিয়ায় বৈষম্য দূর করা।
- ডিজিটাল যুগে ব্যক্তিগত তথ্য ও গোপনীয়তা রক্ষায় শক্তিশালী নীতিমালা ও আইনি কাঠামো প্রণয়ন করা।
- সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে নৈতিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করার লক্ষ্যে ইসলামী শিক্ষার প্রসারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- বহুধর্মীয় সমাজে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করতে ধর্মীয় সহনশীলতা, সংলাপ ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ঘৃণামূলক বক্তব্য ও বৈষম্যমূলক আচরণ প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি।

উপসংহার

মানুষের মর্যাদা ও অধিকারের সুরক্ষা প্রদান ইসলামে কোনো তাত্ত্বিক ধারণা নয় বরং কুরআন ও সুন্নাহ-এর মধ্যে নিহিত সামাজিক বিধানের মাধ্যমে মানব মর্যাদা সংরক্ষণ ও সমুন্নত করার জন্য ইসলাম একটি বিস্তৃত কাঠামো প্রদান করে, যা সাম্য, ন্যায়বিচার, দয়া, পারস্পরিক সহানুভূতি ও দায়িত্ববোধের সমন্বয়ে গঠিত। মূলত নিপীড়ন, শোষণ ও অবিচারের বিরুদ্ধে এবং সহানুভূতি, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহনশীলতার উপর ভিত্তি করে মানবাধিকার সুরক্ষা, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং পারিবারিক ও সাম্প্রদায়িক কাঠামো সুরক্ষার অনুশীলনে বিধানসমূহ গুরুত্ববহ। এছাড়াও সামাজিক কল্যাণ ও ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে মানবিক নৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক সম্প্রীতির মাধ্যমে মানবাধিকার সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিশ্চিত করে থাকে ইসলাম। পাশাপাশি, ব্যক্তিগত ও সামাজিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত সুস্থতার মধ্যে ইসলাম ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে সকল পর্যায়ে মানব মর্যাদা সুনিশ্চিত করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ইসলামের সাামজিক বিধানসমূহ ইসলামের সার্বজনীন বার্তাকে শক্তিশালী করে মর্যাদাপূর্ণ মানব সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য একটি কালজয়ী নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করে। এই গবেষণায়, ইসলাম প্রদত্ত সামাজিক বিধানসমূহ সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মাত্রার সমন্বয়ের মাধ্যমে মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখ করা হয়েছে। অধিকন্তু, এই গবেষণার উপর ভিত্তি করে ইসলামের সামাজিক বিধানসমূহ আধুনিক আইন ও বিশ্বব্যপী মানবাধিকার কাঠামোর সাথে একীভূত করে সামাজিক ন্যায়বিচার, সাম্য ও সমৃদ্ধির দ্বার উন্মুক্তকরণের সম্ভাব্যতার বিষয়ে ভবিষ্যৎ গবেষণা পরিচালনা করা যেতে পারে। ইসলাম মানব মর্যাদাকে কেবল নৈতিক বা আধ্যাত্মিক আদর্শ হিসেবে নয়; বরং একটি বাস্তব সামাজিক কাঠামোর অংশ হিসেবে বিবেচনা করে। গবেষণার বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট হয় যে নৈতিক আচরণ, সামাজিক ন্যায়বিচার, ব্যক্তিগত গোপনীয়তার সুরক্ষা, পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং ধর্মীয় সহনশীলতা-এই বিষয়গুলো মানব মর্যাদা সংরক্ষণের মৌলিক স্তম্ভ হিসেবে ইসলামী

সমাজব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত। এসব নীতির কার্যকর প্রয়োগ ব্যক্তি ও সমাজ উভয় পর্যায়েই মানব মর্যাদা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বিশেষত আধুনিক সমাজে সামাজিক বৈষম্য, নৈতিক অবক্ষয়, সহিংসতা ও গোপনীয়তা লঙ্ঘনের মতো সমস্যার প্রেক্ষাপটে ইসলামী সামাজিক বিধানসমূহ একটি কার্যকর ও ভারসাম্যপূর্ণ নৈতিক কাঠামো প্রদান করে। পরিশেষে, এই গবেষণাটি শুধু মুসলিম সমাজের জন্য নয় বরং বৃহত্তর বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রেক্ষিতে মানবাধিকার সুরক্ষায় ইসলামের ভূমিকা এবং পদক্ষেপসমূহ সবিস্তারে আলোকপাত করেছে।

Bibliography

Al-Qur'an

al-Faruqi, Ismail Raji. At-Tawhid: Its Implications for Thought and Life. Herndon: Herndon: IIIT, 1992

al-Ghazali, Muhammad. Khuluq al-Muslim. Cairo: Dar al-Da'wah, 2004

al-Ghazzālī, Abū Ḥāmid Muḥammad. *Ihya' Ulum al-Din.* Translated by Fazl-ul-Karim. Karachi: Darul Ishaat, 1993

al-Nabrawi, Dr. Khadija. Islamer Manobadhikar Samagro. Dhaka: Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Center, 2024

al-Qaradawi, Yusuf. Al-Madkhal li-Dirasat al-Shari'ah al-Islamiyyah. Cairo: Maktabah Wahabah, 1997

Ash-Shaikh, Shaikh Salih Ibn Abdul-Aziz Aal. Islame Manobadhikar. Translated by Abdullahil Hadi bin Abdul Jalil. Dhaka: Maktabatus Sunnah, 2016

Borowski, Allan. "On Human Dignity and Social Work." The British Journal of Social Work 52, no. 2, 2021

Bukhari, Muhammad Ibn Ismail Al. Al Jami. Vol. 8. Cairo: Darus Sha'ab, 1987

Carozza, Paolo G. Human Dignity and the Foundations of Human Rights. SPECIAL REPORT, Washington, DC : The Heritage Foundation, 2020

El-Serganv, Dr. Ragheb. Islami Sovvotay Noitikota O Mullubudh. Dhaka: Maktabatul Hasan, 2020

El-Serganv, Dr. Ragheb. Islami Sovvotay Noitikota O Mullubudh. Dhaka: Maktabatul Hasan, 2020

Heyneman, Stephen P. Islam and Social Policy. Vanderbilt University Press, 2004

Hodgkiss, Philip. "A Moral Vision: Human Dignity in the Eyes of the Founders of Sociology." Sociological Review, 2013

Ibarli, Abu Salman Dia uddin. Islame Manobadhikar Kichu Brantadharona. Islam House Publications, 2015

Ibn ʿĀshūr, Muḥammad al Ṭāhir. Maqāṣid al Sharīʿah al Islāmiyyah. Cairo: Dar al Kitāb al Miṣrī, 2011

Jafari, Seyed Abdosaleh, Behin Araminia , Nafiseh Tavasoli, Hanieh Tavasoli, Soheil Abedi , Seyed Abolhasan Navab , Bagher Talebi Darabi. "The criterion of human dignity in the Quran." Journal of Medical Ethics and History of Medicine 17 (2024)

Jamil Choudhury, Editor. Bangla Academy Adhunik Bangla Abhidhan. Dhaka: Bangla Academy, 2018

Kamali, Mohammad Hashim. The Dignity of Man: An Islamic Perspective. Vol. I. Islamic Texts Society, 2002

Kamali, Muhammad Hashim. Shari'ah Law: An Introduction . Oxford: Oneworld Publications, 2008

Kasim, Sulaiman Ibn Ahmad Ibn Ayub Abu. Musnad As Shamiyeen lit Tabarani,Vol-2. Beirut: Muassasa Ar Risalah, 1984

Kathir, Ibn. Tafsir al Qur'an al Azim. Vol. 4. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1999

Khandker, Muhammad Rahmatullah. Maqasid Al-Shariah O Islamer Soundorjo. Dhaka: Muktodesh Prokashon, 2020

Lee, Man Yee Karen. "Universal Human Dignity: Some Reflections in the Asian Context." Asian Journal of Comparative Law 3 (2008)

Mawdudi, Sayyid Abul A'la. Human Rights in Islam. Lahore: Islamic Publications, 2000

Mawdudi, Sayyid Abul A'la., Lahore: Islamic Publications, 2006

Mozaffari, Mohammad Hossein. "Human Dignity: An Islamic Perspective." An International Journal of Academic Research 54, no. 4 (2011)

Mozaffari, Mohammad Hossein. "The concept of human dignity in the Islamic thought." Hekmat Quarterly Journal: International Journal of Academic Research, 2014

Muftugil, Onur. "Human dignity in Muslim perspective: building bridges." Journal of Global Ethics 13, no. 2 (2017)

Muslim, Abul Hossain. Sahih Muslim, Vol-1. Beirut: Dar al Jeel

Nasai, Abu Abdur Rahman An. Sunanun Nasai, Vol:07, 2nd edition. Aleppo: Maktabatul Matbuat al Islamiyyah, 1986

Oxford University Press, Oxford English Dictionary. March 2024. https://www.oed.com/dictionary/human_adj?tl=true&hide-all-quotations=true&tab=etymology

Qutb, Syed. Fi Zilal al Qur'an. Vol. 6. Cairo: Dar al Shuruq, 2003

Rahim, Mawlana Muhammad Abdur. Islame Manobadhikar. Dhaka: Khairun Prokashani.

Sachedina, Abdulaziz. Islam and the Challenge of Human Rights. UK: Oxford University Press, 2009

Salman, Abdul Haseeb Ansari & R. K. "Human Rights, Human, Dignity and Justice: the Islamic Perspective." Journal of Islamic Law Review 7, no. 1 (2011)

Shafi, Muhammad. Ma'ariful Qur'an. Translated by Mawlana Mohiuddin Khan. Vols. Vol-06. Dhaka: Islamic Foundation, 2012,

Tasioulas, John. "Human Dignity and the Foundations of Human Rights." SSRN. January 29, 2013. https://ssrn.com/abstract=2557649 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2557649

Tirmizi, Muhammad Ibn Isa At. Sunan Tirmizi. Beirut: Dar Ihya At Turath Al Arabi

Zaydan, Abdul Karim. Al-Mufassal fi Ahkam al Mar'ah. Vol. 5. Beirut: Muassasah al Risalah, 1993